অধ্যায় ৩৭

বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ

বাংলা একাডেমি নির্দেশিত প্রমিত বাংলা বানান

বানান শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বর্ণং (বর্ণন)' থেকে যার অর্থ 'শব্দের মধ্যস্থিত বর্ণসমূহের অনুক্রমিক কথন'। বাংলা বানান বলতে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দে বর্ণসমূহের অনুক্রমিক বিন্যাস বোঝায়। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানান ও শুদ্ধ শব্দচয়নে বাংলা ভাষার আদর্শ মান বজায় রাখার লক্ষ্যে কিছু বিধি ও নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ বিধিসমূহ 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' শিরোনামের পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই পুস্তিকা হতে বিধিগুলো এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। শুদ্ধ বাংলা লিখন ও বানানে অবশ্যই নিম্নোক্ত নিয়মসমূহ মেনে চলা আবশ্যক।

তৎসম শব্দ

১.০১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১.০২. তবে যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার- কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, ঊর্ণা, ঊষা, শ্রেণি, রচনাবলি, চুল্লি, পল্লি, নাড়ি, তরণি।

১.০৩. রেফ (র্) এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য, ঊর্দ্ধ ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য, ঊর্ধ্ব ইত্যাদি ব্যবহার হবে।

১.০৪. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর।

- তবে সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন : আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, অঙ্ক, অঙ্গ, কঙ্কাল, শৃঙ্খলা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি।

১.০৫. বিসর্গ (ঃ) : শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ, ইতস্তত, প্রথমত, পুনঃপুন।

- পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস, নিস্তব্ধ।

১.০৬. সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কারান্ত হবে। যেমন : গুণী + জন = গুণিজন, প্রাণী + বিজ্ঞান = প্রাণিবিজ্ঞান, মন্ত্রী + সভা = মন্ত্রিসভা, প্রাণী + বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা, প্রাণী + জগৎ = প্রাণিজগৎ, প্রাণী + সম্পদ = প্রাণিসম্পদ।

- ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন : গুণী + ত্ব = গুণিত্ব, মন্ত্রী + ত্ব = মন্ত্রিত্ব, প্রতিযোগী + তা = প্রতিযোগিতা, স্থায়ী + ত্ব = স্থায়িত্ব, কৃতী + ত্ব = কৃতিত্ব, দায়ী + ত্ব = দায়িত্ব, সঙ্গী + ত্ব = সঙ্গিত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী + তা = প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহযোগী + তা = সহযোগিতা, প্রতিবন্ধী + ত্ব = প্রতিবন্ধিত্ব, সহকারী + ত্ব = সহকারিত্ব, একাকী + ত্ব = একাকিত্ব, উপকারী + তা = উপকারিতা, অধিকারী + তা = অধিকারিতা, সহযোগী + তা = সহযোগিতা ও মনোযোগী + তা = মনোযোগিতা ইত্যাদি।

- কোন বিশেষ্য শব্দের শেষে 'ঈ' থাকে এবং তার পরে যদি 'ণী' যোগ করা হয় তাহলে ঐ শব্দের শেষের দীর্ঘ ঈ-কার হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন : সঙ্গী + নী = সঙ্গিনী, তপস্বী + নী = তপস্বিনী, অধিকারী + ণী = অধিকারিণী, প্রতিযোগী + নী = প্রতিযোগিনী, মায়াবী + নী = মায়াবিনী ইত্যাদি।

অ-তৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দ

২.০১. ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি, নিচু, ইমান, পুব, ভুখা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ, পদবি, ধমনি, শ্রেণি, সূচিপত্র, রচনাবলি ইত্যাদি।

- অনুরূপভাবে- 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : বর্ণালি, খেয়ালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি, রূপালি ইত্যাদি।
- পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, লোকটি, বইটি।
- সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে 'কী' শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : কী করছ? কী পড়ো? কী খেলে? কী আর বলব? কী যে করি! তোমার কী? কী করে যাব? এটা কী বই? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে? কী আনন্দ! কী দুরাশা! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।
- কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।
- যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.০২. এ, অ্যা : বাংলায় এ বর্ণ বা (ে)-কার দিয়ে এ এবং অ্যা- উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন : কেন, কেনো (ক্রয় করো), খেলে, দেখি, খেল, খেলা, খেলে, খেলো, ফেলো।

- কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ঊ-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। এসব শব্দে ঊ অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন : [illegible]।
- বিদেশি শব্দের ক্ষেত্র-অনুযায়ী ঈ বা ঊ-কার ব্যবহার হবে। যেমন : [illegible], অ্যান্ড (and), [illegible]।

২.০৩. ও : বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এসব শব্দের শেষে ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন : কালো, খাটো, ছোটো, ভালো, এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো, কুড়ানো, [illegible], পাঠানো, করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, [illegible], মতো, হতো, হলো, [illegible]।

- ঐতিহ্যগত অনুসরণে শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন : [illegible], কোনো, [illegible]।

২.০৪. ং, ঙ : শব্দের শেষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, ঢং, পালং, [illegible]।

- শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রাঙা, রঙের।
- বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি অনুস্বার (ং) দিয়ে লিখিত হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

২.০৫. ক্ষ, খ : অ-তৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর [illegible] খ দিয়ে লেখা হবে।

CamScanner

২.০৬. **জ, য :** বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

➤ ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন : আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২.০৭. অ-তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, পোনা, ঝরনা, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

➤ তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে যুক্ত নাসিক্য বর্ণ 'ণ' হয়। যেমন : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

➤ তবে অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে কেবল 'ন' হবে। যেমন : গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

২.০৮. **শ, ষ, স :** বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন : কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন, আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব, স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

➤ ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, টেলিভিশন, মিশন, সেশন, স্টেশন, ক্যাশ, বাস, রেশন ইত্যাদি।

➤ যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে 'স' ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন : তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.০৯. **বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ :** বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

➤ কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : মার্কস, শেক্সপিয়র, ইস্রাফিল।

২.১০. **হস্-চিহ্ন :** হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কলকল, কাত, কাৎলেন, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, মদ, ফটফট, কাল্লেন, শখ, হুক।

➤ তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কর্, ধর্, মর্, বল্, উহ্, যাহ্, বাহ্।

২.১১. **আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ :** আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ো'-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

২.১২. **ঊর্ধ্ব-কমা :** ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে : যেমন : করল (করিল), বলত, বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চারশ, চাল (চাউল), আল (আইল)।

বিবিধ নিয়ম

৩.০১. সমাসবদ্ধ পদগুলি একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন : অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, সংবাদপত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, সমস্যাপূর্ণ, দুগ্ধসঙ্কর, সংযতবাক।

➤ বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন : মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

৩.০২. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন : ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

➤ কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : কতদূর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে।

➤ কোথাও কোথাও সংখ্যাবাচক শব্দ একসঙ্গে লেখা যাবে। যেমন : দুজনা।

৩.০৩. অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন : আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৩.০৪. না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহার হয়। যেমন : করি না, কিন্তু করিনি।

➤ তবে শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন : নারাজ, নাবালক, নাহক।

➤ অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন : না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৩.০৫. নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন : আজই, এখনই।

৪.০১. **ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম :** ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এ নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

➤ বস্তুবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : বাড়ি, শাড়ি, কলসি, আলমারি, মশারি, বাঁশি, চিরুনি ইত্যাদি।

➤ প্রাণিবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : হাতি, পাখি, মুরগি, জোনাকি।

➤ কর্ম ও পেশাবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : মাস্টারি, দোকানদারি, ডাক্তারি, ডাকাতি, দালালি, জমিদারি, ওকালতি, চাকরি ইত্যাদি।

কতিপয় প্রমিত বানান কৌশল

➤ নানাবিধ সমস্যার কারণে বাংলা বানান লেখার ক্ষেত্রে ভুল হয়। কিছু কৌশল, সামান্য শ্রম, কিছুটা মনোযোগ এবং বাংলা অভিধান দেখার মনোবৃত্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে বানানে ভুল বহুলাংশে দূরীভূত করা সম্ভব। আবার বানান কৌশল এবং বানানের সূত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারলে অহরহ ভুলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে কিছু নিয়ম বর্ণনা করা হলো যা অধ্যয়ন করলে প্রাত্যহিক কাজে বানান ভুলের আশঙ্কাও হ্রাস পাবে।

➤ **কতিপয় বানান কৌশল নিম্নরূপ :**

ক. **ভূত-অদ্ভুত :** অদ্ভুত ও ভুতুড়ে শব্দের বানান ব্যতীত অনুরূপ শব্দের বানানে 'ভূত' হবে। যেমন : অভিভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব, ভস্মীভূত, ভূত, কিম্ভূত।

খ. **হয়তো ও নয়তো :** হয়তো ও নয়তো বাদে সব তো আলাদা হবে। যেমন : সে তো অনেক আগেই আসছে। ভালো আছো তো?

গ. **ত্ব-প্রত্যয়যুক্ত শব্দ :** 'ত্ব' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে ই-কার হবে। যেমন : দায়ী > দায়িত্ব, মন্ত্রী > মন্ত্রিত্ব, একাকী > একাকিত্ব ইত্যাদি।

ঘ. **মাত্র শব্দের অবস্থান :** 'মাত্র' শব্দটি প্রত্যেক, শুধু, পর্যন্ত, তখনই প্রভৃতি অর্থ বোঝালে এটি পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বসে। যেমন : প্রাণিমাত্র, এইমাত্র, বলামাত্র, আসামাত্র। কিন্তু 'মাত্র' শব্দটি যদি কোনো শব্দের পূর্বে বসে তাহলে তা সর্বদায় পৃথক বসে। যেমন : সে আমাকে মাত্র পাঁচ টাকা দিয়েছে।

ঙ. **হীরা ও নীল :** হীরা ও নীল অর্থ প্রকাশক সব বানানে দীর্ঘ ঈ-কার বসবে। যেমন : হীরকখণ্ড, নীলপদ্ম, হীরা, নীল, নীলিমা, সুনীল, নীলক।

চ. **খণ্ড-ৎ ও স্বরচিহ্ন :** শব্দের শেষে কৃৎ/চিৎ/জিৎ/সাৎ থাকলে খণ্ড-ত (ৎ) হবে। যেমন : পথিকৃৎ, কিঞ্চিৎ, কৃচিৎ, বিশ্বজিৎ, অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, আত্মসাৎ, ইন্দ্রজিৎ, পথিকৃৎ, যুগপৎ ইত্যাদি। কিন্তু খণ্ড-ৎ এর সঙ্গে স্বরচিহ্ন যুক্ত হলে খণ্ড-ৎ পরিবর্তন হয়ে 'ত' হয়ে যায়। যেমন : ভবিষ্যৎ > ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ > আত্মসাতে, বিদ্যুৎ > বিদ্যুতে, জগৎ > জগতে, সাক্ষাৎ > সাক্ষাতে, মহৎ > মহত্ত্ব ইত্যাদি।

ছ. **কারী ও কারি :** ব্যক্তি বোঝালে 'কারী' যুক্ত শব্দের বানানে দীর্ঘ ঈ-কার হবে। যেমন : সহকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, অর্জনকারী, কর্মচারী। কিন্তু 'কারী' যুক্ত শব্দ দিয়ে যদি ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় তাহলে এসব শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার পরিবর্তন হয়ে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন : সরকারি, জমিদারি, দরকারি, তরকারি ইত্যাদি।

জ. **'স্ত' ও 'স্থ' :** যেসব শব্দের শেষে 'দন্ত্য-স আছে সে সব শব্দের শেষে 'ত' কিংবা সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয়যুক্ত হলে শব্দের শেষে 'স্ত' হবে এবং শব্দটি বিশেষণে পরিণত হয়। যেমন : আশ্বাস > আশ্বস্ত, বিন্যাস > বিন্যস্ত। আবার শব্দের অর্থ 'যে বা যে স্থানে' প্রকাশ করলে শব্দটির সঙ্গে 'স্থ' যুক্ত হবে। যেমন : ভূগর্ভস্থ, সভাস্থ, কণ্ঠস্থ ইত্যাদি।

ঝ. **'দু' ও 'দূ' :** যেসব শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে দূরত্ব কথাটি জড়িত সেসব শব্দে ঊ-কার যোগে 'দূর' হবে। যেমন : অদূর, দূরবীক্ষণ, দূরাগত, দূরবর্তী, দূর, দূরালাপন, দূরীকরণ, দূরদৃষ্টি, দূরদূরান্ত, দূরত্ব, দূরনারাজ, দূরস্থিত, দূরতা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে দূরত্ব কথাটি বোঝায় না সেসব শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' হবে। যেমন : দুর্গা, দুর্দান্ত, দুর্যোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয়, দুঃসময়, দুর্ঘটনা, দুরূহ, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরবস্থা, দুর্গা, দুর্গতি, দুরন্ত, দুর্বার, দুর্নাম।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাক্যশুদ্ধিকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

চ-বর্গের শেষ বর্ণ ঞ। চ-বর্গের সাথে ঞ যুক্ত হয়। কখনোই 'ণ' বা 'ন' যুক্ত হয় না। যেমন : কাঞ্চন (ঞ্চ = ঞ + চ), জ্ঞান (জ্ঞ = জ + ঞ), বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, মঞ্জুরি, বিজ্ঞান, ব্যঞ্জন, বরঞ্চ, কুঞ্জ, প্রপঞ্চ, প্রবঞ্চনা, ঘিঞ্জি ইত্যাদি।

ট-বর্গের শেষ বর্ণ ণ (মূর্ধন্য-ণ), বিদেশি শব্দ ছাড়া কখনোই ন (দন্ত-ন) হবে না। যেমন : কণ্ঠ, কাণ্ড, ঘণ্টা, বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড, দণ্ড, ভণ্ড, অণ্ড, প্রকাণ্ড, মণ্ডল, ভাণ্ডার (দেশি শব্দ), ঠান্ডা (হিন্দি শব্দ) ইত্যাদি।

ত-বর্গের শেষ বর্ণ ন (দন্ত-ন)। তাই তৎসম শব্দে ত-বর্গের সাথে ন (দন্ত্য-ন) যুক্ত হয়। কখনোই মূর্ধন্য-ণ (ণ) যুক্ত হয় না। যেমন : দন্ত্য, ধান্দা, সন্ধ্যা, অন্ত, ভ্রান্ত, গ্রন্থ, গ্রন্থ, পন্থা, ক্রন্দন, দ্বন্দ্ব, অন্ধ, বন্ধন, বন্ধ্যা, অন্ন, ছিন্ন, রান্না ইত্যাদি। [বিদেশি শব্দে সর্বদাই দন্ত-ন (ন) হয়।]

ঋ-এর পর ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং য, য়, হ ইত্যাদির পর ণ (মূর্ধন্য-ণ) হয়। যেমন : প্রাঙ্গণ, অর্পণ, গ্রহণ, পরায়ণ, অকর্মণ্য, কৃপণ, চর্বণ, রুগ্‌ণ, পার্বণ, দ্রবণ, শ্রবণ, বৃংহণ, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, রঙ্গিণী ইত্যাদি।

০৫. ই-কার বা উ-কার পরস্থিত বিসর্গের পর ক, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়। উপসর্গের পর ই-কার ও উ-কার থাকলে পরবর্তীতে 'ষ' (মূর্ধন্য-ষ) হয়, অন্যথায় 'স' (দন্ত-স) হয়। যেমন : পরিষ্কার, আবিষ্কার, অনুষঙ্গ, সুষুপ্ত, বহিষ্কার, নিষ্কলঙ্ক, চতুষ্কোণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, নিষ্কর্ম, নিষ্কৃতি, দুষ্কর, চতুষ্পদ, নিষ্পাদন, জ্যোতিষ্ক, নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্ন ইত্যাদি। **ব্যতিক্রম :** অনুসরণ, অভিসার, পরিসমাপ্তি।

০৬. 'কী' সর্বনাম ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : কী করছ? কী খেলে? কীভাবে এলে? কী যে করি! তোমার কী? কী আনন্দ! ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, 'কি' অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : সে কি এসেছিল? তুমি কি যাবে? ইত্যাদি। তবে লক্ষ রাখার বিষয় হলো 'কি' দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তরই যথেষ্ট হয় সেক্ষেত্রে 'কি' হবে। পক্ষান্তরে, 'কী' দিয়ে প্রশ্ন করলে তার উত্তরে কোনো উপাদান আসবে।

০৭. দূরত্ব বোঝাতে 'দূর' অন্যথায় 'দুর' হবে। যেমন : দূরে, দূরত্ব, দূরদর্শন, দূরদৃষ্টি, দূরবীক্ষণ, দূরগামী। পক্ষান্তরে- দুরন্ত, দুরাচার, দুরারোগ, দুরাশা, দুর্গেশ, দুর্ধর্ষ, দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্বল ইত্যাদি।

➢ **ব্যতিক্রম :** দূত, দূর্বাঘাস, দূষিত, দূষণ ইত্যাদি।

বর্ণভিত্তিক কতিপয় শুদ্ধ শব্দ

অ	অকালপক্ব, অধীন, অভ্যুত্থান, অঙ্গন, অপহরণ, অশেষ, অঙ্গীকার, অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়, অতীন্দ্রিয়, অত্যধিক, অদ্যাপি, অদ্যাবধি, অন্তঃস্থ (মধ্যবর্তী), অন্তস্থ (শেষে অবস্থিত), অভিষেক, অহর্নিশ, অন্তঃসত্ত্বা, অপাঙ্‌ক্তেয়, অভ্যন্তরীণ, অভাবগ্রস্ত, অহোরাত্র, অনূদিত, অপরাহ্ণ।
আ	আশিস, আত্মসাৎ, আদ্যোপান্ত, আভ্যন্তরিক, আনুষঙ্গিক, আহ্নিক, আশীর্বাদ, আবিষ্কার, আত্মস্থ, আদ্যন্ত, আয়ত্ত।
ই	ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে, ইতস্তত, ইদানীং, ইক্ষ্বাকু, ইয়ত্তা, ইত্যাকার।
উ	উচ্চৈঃস্বরে, উজ্জ্বল, উত্তরসূরি, উদীচী, উদ্বিগ্ন, উপর্যুক্ত, উল্লিখিত, উত্ত্যক্ত, উদ্বৃত, উপলব্ধি, উচ্ছৃঙ্খল, উদবন্ধন, উদ্ধার।
ঊ	ঊর্ধ্ব, ঊর্মি, ঊষর, ঊহ্য।
এ	একতা, একাকিত্ব, এক্ষুণি, এতদ্দ্বারা, এতদ্ব্যতীত, এতদ্ভিন্ন।
ঐ	ঐকতান, ঐক্যবদ্ধ, ঐকমত্য, ঐক্য, ঐষীক, ঐন্দ্রজালিক, ঐকাত্ম্য।
ঔ	ঔচিত্য, ঔদ্ধত্য, ঔদার্য, ঔরস, ঔদ্বাহিক।
ক	কথোপকথন, কনিষ্ঠ, করণিক, কর্মচারী, কৃচ্ছ্র, ক্বচিৎ, কল্যাণীয়াসু (মহিলার ক্ষেত্রে), কল্যাণীয়েষু (পুরুষের ক্ষেত্রে), কুম্ভ, কৃচ্ছ্রসাধন, কাঙ্ক্ষিত, কিংবদন্তি, কৌতুক, কৌতূহল, কুজ্ঝটিকা।
ক্ষ	ক্ষুব্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষিতিভৃৎ, ক্ষিতীশ্বর, ক্ষীণজীবী, ক্ষুধার্ত, ক্ষুন্নিবৃত্তি, ক্ষুৎপিপাসা, ক্ষুৎপীড়িত, ক্ষৌণি, ক্ষৌদ্রজ।
খ	খেলাধুলা, খাদ্যাভ্যাস, খর্জূর, খ্রিষ্টাব্দ, খাজাঞ্চি, খ্যাঁদা।
গ	গণনা, গত্যন্তর, গর্দভ, গৃহবধূ, গ্রস্ত (বিপদগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত)।
ঘ	ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ঘাঁটি, ঘূর্ণন, ঘনিষ্ঠ, ঘূর্ণ্যমান, ঘূর্ণায়মান।
চ	চিক্কণ, চিরুনি, চূড়ান্ত, চূষ্য, চূর্ণন, চূড়া, চিরায়ুষ্মান।
ছ	ছান্দসিক, ছিদ্রানুসন্ধান, ছিন্নভিন্ন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ছিদ্রাদর্শী।
জ	জনাব, জনৈক, জন্মোৎসব, জাজ্বল্যমান, জ্যৈষ্ঠ।
ঝ	ঝাঁজরি, ঝঞ্ঝাট, ঝঞ্ঝনা, ঝঞ্ঝাবর্ত, ঝম্পন, ঝক্কি।
ট	টিপসহি, ট্রেজারি, ট্র্যাজেডি, টেলিস্কোপ, টীকা (ব্যাখ্যা)।
ঠ	ঠ্যাটা, ঠ্যাকো, ঠান্ডা, ঠক্কর, ঠাঁই।
ড	ডেঙ্গু, ডেস্ক, ড্যাশ, ড্রপসিন (থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চের পট, যবনিকা)।
ঢ	ঢ্যাঁড়শ, ঢেঁকি, ঢোঁড়া, ঢিঢিক্কার, ঢক্কানিনাদ।
ত	ত্বরিত, তড়িৎ, ততোধিক, তত্ত্বাবধায়ক, তদ্রূপ, তিতিক্ষা, ত্যাজ্য।
থ	থোঁতা, থ্যাঁতলা, থূর্ত, থরহরি, থইথই, থসথস।
দ	দারুণ, দিঙ্‌নির্দেশ, দীর্ঘজীবী, দুর্নীতিগ্রস্ত, দূতাবাস, দূরবীক্ষণ, দূর্বা, দেওয়াল, দেশি, দৈন্য, দীনতা, দৌরাত্ম্য।
ধ	ধূমপান, ধূলা/ধূলি, ধ্বজ, ধ্বংস, ধ্বন্যাত্মক।
ন	নগরায়ণ, নস্যাৎ, নিক্বণ, নিরীহ, নির্ণয়, নির্মাণ, নৃশংস, ন্যূনতম, ন্যূন, নীরোগ।
প	পঙ্‌ক্তি, পথিকৃৎ, পিপীলিকা, পিশাচ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, পূজা, পৌরসভা, প্রতিবন্ধী, প্রত্যয়ন, প্রত্যয়নপত্র, প্রতীচী, প্রতীতি, প্রত্যুষ, প্রণয়ন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
ফ	ফলপ্রসূ, ফলদ, ফণীন্দ্র, ফুর্তি (কিন্তু স্ফূর্তি), ফটোস্ট্যাট।
ব	বর্ণালি, বাঞ্ছনীয়, বিদুষী, বিদেশি, বীভৎস, ব্যতিক্রম, ব্যাপক, ব্যুৎপত্তি, ব্যত্যয়, বিভীষিকা, ব্যূহ।
ভ	ভবিষ্যদ্বাণী, ভুজ, ভুয়া, ভুঁড়ি, ভূরিভোজন, ভ্রাম্যমাণ, ভূম্যধিকারী।
ম	মরীচিকা, মহীয়সী, মাহাত্ম্য, মধ্যাহ্ন, মন্বন্তর, মহেষ্বাস, মনঃক্ষুণ্ন, মনস্তত্ত্ব।
য	যজ্ঞ, যজ্ঞাগ্নি, যক্ষ্মা, যদৃচ্ছা, যদ্যপি, যথার্থ, যৎপরোনাস্তি, যন্ত্রণা, যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞিকান্না, যুধিষ্ঠির, যুদ্ধোন্মাদ।
র	রাগিণী, রূপায়ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল, রেস্তোরাঁ, রুপালি, রোরুদ্যমান, রশ্মি।
ল	লক্ষ করা, লক্ষ রাখা, লক্ষ্যমাত্রা, লোকান্তর, লুব্ধক, লাঞ্ছনা।
শ	শারীরিক, শিরশ্ছেদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা, শ্বশুর, শ্মশান, শ্ববৃত্তি, শ্যেনদৃষ্টি, শ্বাপদ, শাশ্বত, শাশুড়ি, শৈত্য, শ্বৈত্য।
ষ	ষড়যন্ত্র, ষাণ্মাসিক, ষড়ৈশ্বর্য, ষড়ানন, ষণ্মুখ।
স	সঙ্গীতশিল্পী, সতিন, সদ্যঃস্নাত, সদ্যোজাত, সহযোগী, সমীচীন, সন্ধ্যা, সন্ধেবেলা, সম্মানিত, সরকারি, সর্বশ্রেষ্ঠ, সাক্ষর (নিরক্ষর নয়), সুধী, সূক্ষ্ম, সৌন্দর্য, স্বচ্ছন্দ/স্বাচ্ছন্দ্য, স্বতঃসিদ্ধ, স্বাক্ষর (সই), স্বাজাত্যবোধ, স্বায়ত্তশাসন, সন্তরণ, সত্তা, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সুষ্ঠু, স্বধর্মচ্যুত, সহযোগিতা।
হ	হৃৎপিণ্ড, হীনম্মন্যতা, হৃদরোগ, হরীতকী, হিরণ্ময়, হতোদ্যম।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কতিপয় অশুদ্ধ শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অনুকুল	অনুকূল	অক্ষুন্ন	অক্ষুণ্ণ
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অনুসঙ্গ	অনুষঙ্গ	অত্যান্ত	অত্যন্ত
অশ্রুজল	অশ্রু/চোখের জল	অতিথী	অতিথি
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	আষাড়	আষাঢ়
আজ্ঞাসূচক	আজ্ঞাসূচক	আমাবস্যা	অমাবস্যা
আইনজীবি	আইনজীবী	ইদৃশ	ঈদৃশ
আত্বসমর্পন	আত্মসমর্পণ	উজ্জল	উজ্জ্বল
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	উত্তির্ন	উত্তীর্ণ
উচিৎ	উচিত	উদ্বাস্ত	উদ্বাস্তু
উপরোক্ত	উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত	উর্ধ	ঊর্ধ্ব
ঐশ্বর্য্য	ঐশ্বর্য	এতৎব্যতীত	এতদ্ব্যতীত
কুতসিত	কুৎসিত	ঐক্যতান	ঐকতান
কচিৎ	ক্বচিৎ	কৃচ্ছতা	কৃচ্ছ্র
কৌতুহল	কৌতূহল	কুজ্জটিকা	কুজ্ঝটিকা
কাংখিত	কাঙ্ক্ষিত	কৌতুক	কৌতুক
কলংকিত	কলঙ্কিত	কার্য্যালয়	কার্যালয়
ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি	কৃতিবাস	কৃত্তিবাস
গার্হস্থ	গার্হস্থ্য	ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
গ্রামিন	গ্রামীণ	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
ছাত্রছাত্রীগণ	ছাত্রছাত্রী	ঘুর্নিঝড়	ঘূর্ণিঝড়
জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস	জাজ্জল্যমান	জাজ্বল্যমান
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান	জোস্নারাত	জ্যোৎস্নারাত
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন	টর্ণেডো	টর্নেডো
তৎক্ষনাৎ	তৎক্ষণাৎ	তত্ত	তত্ত্ব
দন্যসিক	দণ্যসিক	তিরষ্কার	তিরস্কার
দারিদ্র	দারিদ্র্য	দূরবস্থা	দুরবস্থা
দৈন্যতা	দীনতা, দৈন্য	দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
দূর্নিরিক্ষ্য	দুর্নিরীক্ষ্য	দূর্ভিক্ষ	দুর্ভিক্ষ
দৈন্যতা	দীনতা	দরিদ্রতা	দরিদ্রতা, দরিদ্র
দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব	দিধা	দ্বিধা
নির্নিমিখে	নির্নিমিখী	দুষিত	দূষিত
নৈঋত	নৈর্ঋত	নূজ	ন্যুব্জ
ন্যায়পরায়ন	ন্যায়পরায়ণ	নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ
নির্ভিক	নির্ভীক	নিক্কন	নিক্বণ
নিরিহ	নিরীহ	নুপুর	নূপুর
পাণিণি	পাণিনি	প্রজন্ম	প্রজন্ম
পক্ক	পক্ব	পংক্তি	পঙ্ক্তি
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
প্রবাহমান	প্রবহমান	প্রোজ্জল	প্রোজ্জ্বল
প্রানপন	প্রাণপণ	পিচাশিনী	পিশাচী
পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার	পৈত্রিক	পৈতৃক
প্রানীজগত	প্রাণিজগত	পরিস্কার	পরিষ্কার
প্রানীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	পরজীবি	পরজীবী
বহিস্কার	বহিষ্কার	ব্যরিষ্টার	ব্যারিস্টার
বক্ষমান	বক্ষ্যমাণ	বয়সন্ধি	বয়ঃসন্ধি
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	বিদ্বাজ্জন	বিদ্বজ্জন
বহিরিন্দ্রিয়	বহিরিন্দ্রিয়	বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি
বাল্মিকী	বাল্মীকি	ব্যাতিত	ব্যতীত
বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ	ব্যায়	ব্যয়
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী	বিদুষি	বিদুষী
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	ব্রাম্মন	ব্রাহ্মণ
ভবিষ্যৎবাণী	ভবিষ্যদ্বাণী	বৈভাসিক	বৈভাষিক
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	ভৎসনা	ভর্ৎসনা
ভুবনভুলানো	ভুবনভুলানো	ভাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
মুহুর্ত	মুহূর্ত	ভূবণ	ভুবন
মনোপুত	মনঃপূত	মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব
মনমোহন	মনোমোহন	মনিষী	মনীষী
মহত্ব	মহত্ত্ব	মাহাত্ম	মাহাত্ম্য
ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ	মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহু
ম্যাজিষ্ট্রেট	ম্যাজিস্ট্রেট	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু	মনুষ্যতা	মনুষ্যত্ব
যক্ষা	যক্ষ্মা	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
রামায়ন	রামায়ণ	মুখস্ত	মুখস্থ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	রেজিষ্টার	রেজিস্ট্রার
শশ্রু	শ্মশ্রু	শমিরণ	সমীরণ
শাস-প্রশাস	শ্বাস-প্রশ্বাস	শারদিয়	শারদীয়
শষ্য	শস্য	শীকার	শিকার
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
সন্ধিহান	সন্দিহান	সন্নাসী	সন্ন্যাসী
সম্বলিত	সংবলিত	স্বপরিবার	সপরিবার
সান্তনা	সান্ত্বনা	সাত্তিক	সাত্ত্বিক
স্বচ্ছল	সচ্ছল	স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
স্বরস্বতি	সরস্বতী	সুচীপত্র	সূচিপত্র
সোপার্জিত	স্বোপার্জিত	সন্ধ্যাপ্রদিপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	সমিপবর্তিনি	সমীপবর্তিনী
সার্থত্যাগ	স্বার্থত্যাগ	স্বার্থক	সার্থক
স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস	সুপারিস	সুপারিশ
সুক্ষ	সূক্ষ্ম	যদ্যাপি	যদ্যপি
উৎশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল	অদ্যাপি	অদ্যাপি
সমুজ্জল	সমুজ্জ্বল	অদ্যবধি	অদ্যাবধি
প্রোজ্বলন	প্রজ্বলন	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
বিঘ্ন	বিঘ্ন	ব্যাত্যয়	ব্যত্যয়
লাবন্য	লাবণ্য	ব্যধি	ব্যাধি
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	ব্যয়াম	ব্যায়াম
উন্নাষিক	উন্নাসিক	ব্যাপদেশ	ব্যপদেশ
মহোত্তম	মহত্তম	ব্যাতীত	ব্যতীত
প্রত্নতত্ত	প্রত্নতত্ত্ব	ন্যাক্কার	ন্যক্কার
হিরন্ময়	হিরণ্ময়	ব্যাবহার	ব্যবহার
পুস্করিণী	পুষ্করিণী	ব্যাবসা	ব্যবসা
ভাস্কর	ভাস্কর	ব্যপ্তি	ব্যাপ্তি
ভাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র	ব্যহত	ব্যাহত
রেশারেশি	রেষারেষি	ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন
শিরধার্য	শিরোধার্য	সমাহিত্ব	সমাহিত

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

এইচএসসি বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ক্ষতীগ্রস্থ [ঢা. বো. ২৪]	ক্ষতিগ্রস্ত	শুচীপত্র [ঢা. বো. ২৪]	সূচিপত্র
বুদ্ধিজীবি [ঢা. বো. ২৪]	বুদ্ধিজীবী	শ্বাশুড়ী [ঢা. বো. ২৪]	শাশুড়ি
দুরাবস্তা [ঢা. বো. ২৪]	দুরবস্থা	উপরোক্ত [ঢা. বো. ২৪]	উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত
অপেক্ষমান [ঢা. বো. ২৪]	অপেক্ষমাণ	স্বত্ত্বাধিকারী [ঢা. বো. ২৪]	স্বত্বাধিকারী
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	অনুসুয়া	অনসূয়া
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	অত্যান্ত	অত্যন্ত
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	অতিথী	অতিথি
আবিস্কার	আবিষ্কার	আইনজীবি	আইনজীবী
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	আশীষ	আশিস
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	উচীৎ	উচিত
উদীচি	উদীচী	উজ্জ্বল	উজ্জ্বল
উর্ধ	ঊর্ধ্ব	উজ্জ্বল্য	ঔজ্জ্বল্য
একত্রিত	একত্র	এসিস্টেন্ট	অ্যাসিসট্যান্ট
এক্যমত্য	ঐকমত্য	ঐক্যতান	ঐকতান
ঔজ্জ্ল্য	ঔজ্জ্বল্য	কথপোকোথন	কথোপকথন
কৃতিবাস	কৃত্তিবাস	কৃতিত্ত	কৃতিত্ব
কর্ণেল	কর্নেল	কুপমণ্ডুক	কূপমণ্ডূক
গৌন	গৌণ	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
ঘুরাঘুরি	ঘোরাঘুরি	চতুস্কোন	চতুষ্কোণ
জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান	জ্যেষ্ঠ্য	জ্যৈষ্ঠ
তোরন	তোরণ	দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
দৈন্যতা	দীনতা	দুঃস্ত	দুস্থ
নমষ্কার	নমস্কার	নুন্যতম	ন্যূনতম
নিশিথিনি	নিশীথিনী	নুপুর	নূপুর
নিরপরাধী	নিরপরাধ	ননদী	ননদি
প্রনয়ন	প্রণয়ন	পৈত্রিক	পৈতৃক
পন্য	পণ্য	পেসাজীবী	পেশাজীবী
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	প্রোজ্জ্বলন	প্রজ্বলন
প্রতিদ্বন্দি	প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
প্রত্যুশ	প্রত্যুষ	প্রাণীজগৎ	প্রাণিজগৎ
প্রাতভ্রমণ	প্রাতঃভ্রমণ	প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার	পানিনী	পাণিনি
পিপিলিকা	পিপীলিকা	পুরস্কার	পুরস্কার
প্রনয়িণী	প্রণয়িনী	ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
বিদুষি	বিদুষী	বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
বীরম্বণা	বিড়ম্বনা	বাংগালী	বাঙালি
বাল্মিকি	বাল্মীকি	ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
বহিস্কার	বহিষ্কার	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
বনস্পাতি	বনস্পতি	বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
বিভিষিকা	বিভীষিকা	ভূল	ভুল
ভৌগলীক	ভৌগোলিক	ভষ্ম	ভস্ম
ভাষন	ভাষণ	মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
মনিষি	মনীষী	মনোপুত	মনঃপূত
মাধুর্যতা	মাধুর্য/মধুরতা	মুহুর্মুহ	মুহুর্মুহু
মনোকস্ট	মনঃকষ্ট	মনযোগ	মনোযোগ
মুখস্ত	মুখস্থ	মরিচিকা	মরীচিকা
মুর্চ্ছনা	মূর্ছনা	মহত্ব	মহত্ত্ব
রেজিষ্ট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
শান্তনা	সান্ত্বনা	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শান্তনা	সান্ত্বনা	শারিরীক	শারীরিক
শশ্রুষা	শুশ্রূষা	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্বাশত	শাশ্বত	ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
ষ্টেশন	স্টেশন	সমিচিন	সমীচীন
সমিরন	সমীরণ	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সুস্বাগত	স্বাগত	স্বত্ত্বা	সত্তা
সখ্যতা	সখ্য	সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত
স্মরণার্থী	শরণার্থী	স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
সামীগৃহ	গৃহস্বামী	সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সহযোগীতা	সহযোগিতা	স্বার্থকতা	সার্থকতা
সহকারি	সহকারী	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
স্বরস্বতী	সরস্বতী	সুখানুভুতি	সুখানুভূতি
সচিত্রিক	সচিত্র	হীনমন্যতা	হীনম্মন্যতা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. ভুল সংশোধন : নিচের বাক্যগুলোর বানান ও ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধন কর। বাক্যে কোনো শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে না। [ব্যবসায় : ২৩-২৪] 4

i. মিষ্টির হাঁড়িতে পিপিলিকার সারি দেখে তিনি অবাক হলেন।
উত্তর : মিষ্টির হাঁড়িতে পিপীলিকার সারি দেখে তিনি অবাক হলেন।

ii. মুমুর্ষ রোগীর বোন হতাশ চোখে তাকিয়ে আছেন।
উত্তর : মুমূর্ষু রোগীর বোন হতাশ চোখে তাকিয়ে আছেন।

iii. সব সময় সৌজন্যতা দেখানো উচিত।
উত্তর : সব সময় সৌজন্য দেখানো উচিত।

iv. তিনি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করে সবাইকে হতবাক করে দিলেন।
উত্তর : তিনি উদ্ধত (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ) আচরণ করে সবাইকে হতবাক করে দিলেন।

v. দারিদ্র্য অসম্মানের নয়, বরং ধনের অহমিকাই ব্যক্তিকে হীন করে তুলে।
উত্তর: দারিদ্র্য অসম্মানের নয়, বরং ধনের অহমিকাই ব্যক্তিকে হীন করে তোলে।

vi. বিবাদমান দুই পক্ষ অবশেষে সন্ধি স্থাপনে সম্মত হলো।
উত্তর : বিবদমান দুই পক্ষ অবশেষে সন্ধি স্থাপনে সম্মত হলো।

vii. প্রশ্নের ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা মান নির্দেশক।
উত্তর : ডান পাশে উল্লেখকৃত সংখ্যা মান নির্দেশক।

viii. একটি গোপন কথা বলি।
উত্তর : একটি গোপনীয় কথা বলি।

ix. যেসকল শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিবেন তারাই শুধু কামরায় ঢুকবেন।
উত্তর : যে সকল শিক্ষার্থী/যে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিবেন তারাই শুধু কামরায় ঢুকবেন।

x. মাছ দিয়ে শাক ঢাকা যায় না।
উত্তর : শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ⓚ ব্যঞ্জন ⓚ ব্যথা ⓖ পক্ব ⓖ শাশ্বত উ: গ

০২. **কোনটি শুদ্ধ নয়?** [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
(ক) মরিচিকা (খ) নূপুর (গ) উষা (ঘ) ক্যালেন্ডার উ: ক

০৩. **শুদ্ধ বানান কোনটি?** [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
(ক) পুরস্কার (খ) তিরস্কার (গ) পরিষ্কার (ঘ) আবিষ্কার উ: ক

০৪. **কোনটি শুদ্ধ নয়–** [খ ২২-২৩]
(ক) হরীতকী (খ) উষা (গ) উরু (ঘ) উচ্ছল

Note: 'হরীতকী, উষা, উরু, উচ্ছল'– সবগুলো বানানই শুদ্ধ। (সূত্র : বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান)।

০৫. **কোন গুচ্ছটি শুদ্ধ?** [ক ২২-২৩; ঘ ২২-২৩]
(ক) কর্ম্ম, মূর্চ্ছা (খ) প্রায়শঃ, দায়ি (গ) কাহিনি, ঠান্ডা (ঘ) গননা, ঘনিষ্ট উ: গ

০৬. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [গ ২২-২৩]
(ক) স্বত্বাধিকারী (খ) স্বায়ত্তশাসন (গ) সংস্রব (ঘ) স্নেহাস্পদ উ: ঘ

০৭. **বাংলা একাডেমির বানানরীতিতে 'খ্রিষ্ট' শব্দটি গৃহীত হয়েছে যে-হিসেবে–** [A : ২১-২২]
(ক) বিদেশি (খ) আত্তীকৃত
(গ) বাংলা (ঘ) সংস্কৃত উ: খ

Note : 'খ্রিষ্ট' যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই 'ষ্ট' দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে। [সূত্র : ২.০৪; বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান]

০৮. **কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [A : ২১-২২]
(ক) রূপায়ণ (খ) গৃহায়ণ (গ) নবায়ণ (ঘ) নগরায়ণ উ: গ

০৯. **কোন গুচ্ছটি শুদ্ধ?** [A : ২১-২২]
(ক) ত্রিকোন, উনবিংশ (খ) অদ্যপি, যদ্যপি (গ) উষা, কোনা (ঘ) মুহূর্মুহ, মুহূর্ত উ: গ

১০. **নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?** [C : ২১-২২]
(ক) উষা, পদবি, সংগীত (খ) শুভঙ্কর, কংকাল, ইতঃস্তত
(গ) আসামি, নিস্পৃহ, মন্ত্রিত্ব (ঘ) তরণি, পুজো, ষোলো উ: খ

১১. **নিচের যে শব্দগুচ্ছ প্রমিত বানানের দৃষ্টান্ত–** [B : ২১-২২]
(ক) সমীচিন, উচিত, আকাঙ্ক্ষা (খ) নির্নিমেষ, অপরাহ্ণ, মুমূর্ষু
(গ) সমীক্ষন, বিষণ্ন, বাল্মীকি (ঘ) পরিষ্কার, বিভীষিকা, পুনঃপৌনিক উ: খ

১২. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?** [C : ২১-২২]
(ক) স্বত্ব (খ) পিপিলিকা (গ) সংশ্রব (ঘ) ভূল

Note : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'স্বত্ব' ও 'সংশ্রব' উভয়ই শুদ্ধ।

১৩. **শুদ্ধ বানান কোনটি?** [B : ২১-২২]
(ক) অদ্যবধি (খ) ইদানিং (গ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (ঘ) উদীচি উ: গ

১৪. **কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?** [ক ১৯-২০]
(ক) সমীচীন, কণ্ঠ, মাষ্টার (খ) অঞ্জুলি, দন্ডনীয়, কিংকর্তব্যবিমুঢ়
(গ) প্রতিযোগিতা, স্বাদেশীক, সন্তরণ (ঘ) সহযোগী, শিরশ্ছেদ, গুঞ্জরন উ: ঘ

১৫. **নিচের যেটি শুদ্ধ বানান–** [খ ১৯-২০]
(ক) উচ্ছল (খ) ইদানিং (গ) বৈপরীত্য (ঘ) অপরাহ্ন

Note : বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান অনুযায়ী 'উচ্ছল' এবং 'বৈপরীত্য' দুটো বানানই ঠিক।

১৬. **কোনটি শুদ্ধ?** [ক-১৫-১৬]
(ক) দুষ্কৃতিকারী (খ) দুঃস্কৃতকারী (গ) দুষ্কৃতকারী (ঘ) দুঃষ্কৃতিকারী উ: গ

১৭. **কোন বানানটি ঠিক?** [গ ১৮-১৯]
(ক) আকাঙ্খা (খ) প্রতিযোগীতা (গ) মুমূর্ষ্যু (ঘ) পরিণয় উ: ঘ

১৮. **নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?** [গ ১৮-১৯]
(ক) অন্তস্থল (খ) অন্তঃস্থল (গ) অন্তস্তল (ঘ) অন্ততল উ: গ

১৯. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?** [পুনঃ ঘ ১৮-১৯]
(ক) সবিসেশ (খ) স্ববিশেস (গ) সবিশেষ (ঘ) শবিশেষ উ: গ

২০. **চন্দ্রবিন্দুর ভুল প্রয়োগ ঘটেছে কোনটিতে-** [খ-১৫-১৬]
(ক) কাঁধ (খ) সাঁকো (গ) আঁকাবাঁকা (ঘ) কাঁচ উ: ঘ

২১. **শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ হলো–** [খ ১৭-১৮]
(ক) নিষ্কাসন, শীততাপ, দুর্ভীক্ষ (খ) অভীষ্ট, নিশ্চল, সমীচীন
(গ) উদিচী, বুভুক্ষু, পোস্ট-অফিস (ঘ) লক্ষণ, মধ্যান্ত, উদ্বোধন উ: খ

২২. **কোন বানানগুলো শুদ্ধ?** [ক ১৮-১৯]
(ক) উচ্ছৃঙ্খল, চলচ্ছক্তি (খ) চলৎশক্তি, দুরূহ
(গ) উৎশৃঙ্খল, পুরাণ (ঘ) গরিব, নমষ্কার উ: ক

২৩. **কোন শব্দগুচ্ছের বানান শুদ্ধ?** [ক-১৫-১৬]
(ক) ইন্দ্রীয়, ক্ষত্রীয় (খ) শুশ্রূষা, স্বান্তনা (গ) চিহ্ন, অপরাহ্ণ (ঘ) পোষ্টার, মাস্টার উ: গ

২৪. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [গ-১৫-১৬]
(ক) ত্রিভূজ (খ) পরিপক্ক (গ) আকাঙ্খা (ঘ) পুণ্য (ঙ) পুরোণো উ: ঘ

২৫. **শুদ্ধ বানানে সংকলিত গুচ্ছ কোনটি?** [ঘ-১৫-১৬]
(ক) মধ্যাহ্ন, বক্ষমাণ, মহত্ব (খ) উচ্ছল, স্বায়ত্তশাসন, প্রজ্বলিত
(গ) প্রোজ্জ্বল, পরান্থ, সত্রিক (ঘ) পরিবহন, পক্ক, ভস্ম উ: খ

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **সঠিক বানান কোনটি?** [A : ২৩-২৪]
(ক) হীনমন্যতা (খ) হীনমন্য (গ) হীনন্মন্য (ঘ) হীনম্মন্যতা উ: ঘ

০২. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [A : ২৩-২৪]
(ক) প্রাণীবিদ্যা (খ) স্বত্ত্ব (গ) সারথি (ঘ) কৃচ্ছ্র উ: গ

০৩. **কোন বানানটি সঠিক?** [A : ২৩-২৪]
(ক) আকাংখা (খ) আকাঙ্খা (গ) আকাঙ্ক্ষা (ঘ) আকাংক্ষা উ: গ

০৪. **নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?** [C : ২৩-২৪]
(ক) পূর্বাহ্ণ (খ) অদ্ভূত (গ) উদ্ভুত (ঘ) অভ্যূদয় উ: ক

০৫. **কোন শব্দটি শুদ্ধ?** [B : ২৩-২৪]
(ক) সুকেশিনী (খ) নিরহংকারী (গ) সখ্যতা (ঘ) ইতঃপূর্বে

Note : ইতঃপূর্বে, সুকেশিনী– দুটো বানানই শুদ্ধ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]

০৬. **কোন বানানটি অশুদ্ধ?** [B : ২৩-২৪]
(ক) স্বত্ব (খ) পিপীলিকা (গ) পূর্বাহ্ন (ঘ) রচনাবলি উ: গ

০৭. **প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুযায়ী শুদ্ধ রূপ কোনটি?** [B ২২-২৩]
(ক) সত্ত্বাধিকারী (খ) সত্বাধিকারী (গ) সত্তাধিকারী (ঘ) স্বত্বাধিকারী উ: ঘ

০৮. **প্রমিত বানানরূপ কোনটি?** [A ২২-২৩]
(ক) দিকনির্ণয় (খ) দিগ্‌নির্ণয় (গ) দিঙ্‌নির্ণয় (ঘ) দিগ্নির্ণয় উ: গ

০৯. **প্রমিত বানানরূপ কোনটি?** [C ২২-২৩]
(ক) সম্বর্ধনা (খ) সংবর্ধনা (গ) সমবর্ধনা (ঘ) সোংবর্ধনা উ: খ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **কোন শব্দগুচ্ছের বানান শুদ্ধ?** [A ১৭-১৮]
(ক) সৌহার্দ, অতলস্পর্শী, মহাত্ম (খ) অহোরাত্রি, স্বত্ব, মতদ্বৈধতা
(গ) অহর্নিশ, মহত্ব, আরক্ত (ঘ) অহোরাত্র, স্বত্ব, মতদ্বৈধ উ: ঘ

০২. **কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?** [B ১৭-১৮]
(ক) ধ্বস, পিপিলীকা (খ) পংতি, ভুল (গ) মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ (ঘ) উর্ধ, যন্ত্রণা উ: গ

০৩. **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [ঘ ১৭-১৮]
(ক) উর্দ্ধমুখী (খ) উর্ধমুখী (গ) ঊর্ধ্বমুখী (ঘ) ঊর্ধমুখী উ: গ

০৪. **কোন বানানগুচ্ছ অশুদ্ধ?** [ক-১৫-১৬]
(ক) মন্ত্রিত্ব, ব্যুৎপত্তি, অস্তিত্ব (খ) ব্যবসা, সায়াহ্ন, পূর্বাহ্ন
(গ) দ্বন্দ্ব, রন্ধ্র, পণ্ড (ঘ) মূর্খ, মুখ্য, সূক্ষ্ম উ: খ

০৫. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [ঘ-১৫-১৬]
(ক) কিনাংক (খ) কিণাঙ্ক (গ) কিনাঙ্ক (ঘ) কিণাংক উ: খ

০৬. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [গ ১৬-১৭]
(ক) মুহুর্মুহু (খ) হেমহর্ম (গ) দূর্বা (ঘ) মরূদ্যান উ: খ

০৭. **এখানে কোন বানানটি শুদ্ধ?** [গ ১৬-১৭]
(ক) উৎবন্ধন (খ) উদ্বন্ধণ (গ) উদবন্ধণ (ঘ) উদ্বন্ধন উ: ঘ

০৮. **'দারিদ্র্যতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন?** [ঘ ১৬-১৭]
(ক) প্রত্যয়ের দ্বিত্বজনিত কারণে (খ) উপসর্গজনিত কারণে
(গ) কারকজনিত কারণে (ঘ) অনুসর্গজনিত কারণে উ: ক

০৯. **কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?** [চ ১৬-১৭]
(ক) স্বায়ত্বশাসন, ত্রিভুজ (খ) দুরবস্থা, মিথস্ক্রিয়া
(গ) মরুদ্যান, দুরাকাঙ্খা (ঘ) পরিপক্ক, মুমূর্ষু উ: খ

১০. **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [খ-১৩-১৪]
(ক) রৌদ্রকরজ্জল (খ) রৌদ্রকরোজ্জল (গ) রৌদ্রকারোজ্জ্বল (ঘ) রৌদ্রকরোজ্জ্বল উ: ঘ

CamScanner

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
ⓚ চাতকিনী ⓚ মাতুলিনী ⓖ সুকেশিনী ⓖ ত্রিনয়িনী উ: (গ)

(ক) চাতকিনী (খ) মাতুলিনী (গ) সুকেশিনী (ঘ) ত্রিনয়িনী উ: (গ)

২. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
(ক) সমিচিন (খ) সমীচিন (গ) সমীচীন (ঘ) সমিচীন উ: (গ)

৩. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
(ক) আপশ (খ) কিশমিষ (গ) তসলিম (ঘ) মশলা উ: (গ)

৪. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
(ক) ডাকহড়করা (খ) ঝনোতকার (গ) দুর্নিবার (ঘ) নিসপ্রভ উ: (গ)

৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) অমাবস্যা (খ) অমাবশ্যা (গ) আমাবস্যা (ঘ) অমাবষ্যা উ: (ক)

৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) অন্তকরন (খ) অন্তঃকরণ (গ) অন্তঃকরন (ঘ) অন্তকরণ উ: (খ)

৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) অহরহ (খ) অহঃরহ (গ) অহঃরহঃ (ঘ) অহরাহ উ: (ক)

৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) অগ্রগ্রনা (খ) অগ্রগন্য (গ) অগ্রগণ্য (ঘ) অগগ্রণ্য উ: (গ)

৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) অধ্যবসায় (খ) অধ্যবাসায় (গ) অধ্যবশয় (ঘ) অধ্যবাশায় উ: (ক)

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) ইতিমধ্যে (খ) ইতিঃমধ্যে (গ) ইতোমধ্যে (ঘ) ইতোমাধ্যে উ: (গ)

১১. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
(ক) অহ্ন, অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন (খ) ল্যাঠা, অ্যান্ড, ষ্টেশন
(গ) নিশ্বাস, গাং, রঙিন (ঘ) গাঙ, রঙ্গিন, ঝাণ্ডা উ: (ক)

১২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B : ২৩-২৪]
(ক) আবরণ (খ) আশিষ (গ) আরোহণী (ঘ) আবৃতি উ: (খ)

১৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [B : ২৩-২৪]
(ক) মাধবী কুড়ির বুকে গন্ধ নাহি? (খ) অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।
(গ) মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভূল হতে থাকে।
(ঘ) যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাড়াইব না। উ: (ঘ)

১৪. নিচের কোন বানানটি ভুল নয়? [C1 : ২৩-২৪]
(ক) নিশীথ (খ) নিবির (গ) ব্যাক্তি (ঘ) প্রতিযোগীতা উ: (ক)

১৫. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
(ক) শুভংকর, কার্তিক, গুণিজন (খ) শুভঙ্কর, সঙ্গীত, বাঙ্গালী
(গ) উর্ধ্ব, ইতঃস্তত, অ্যাকাউন্ট (ঘ) উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উচ্ছ্বাস, কংকাল উ: (ক)

১৬. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
(ক) খান্ডব, উচ্ছসিত, কাঙ্খিত (খ) মন্ত্রিত্ব, লণ্ঠন, কণ্টক
(গ) ভান্ডা, সঙ, বংগ (ঘ) পুজো, নিঃস্পৃহ, উষা উ: (খ)

১৭. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
(ক) নিশ্বাস, লজ্ঘন, অহঙ্কার (খ) নিঃস্তব্ধ, সূর্য্য, উত্ত্যক্ত
(গ) সুস্তভিত, সুশৃঙ্খল, সহযোগি (ঘ) ভয়ংকর, আকাঙ্ক্ষা, দুস্থ উ: (ঘ)

১৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২৩-২৪]
(ক) দায়িত্ব, ক্রমশঃ, বাঁকানো (খ) ভাঙ্গা, উনিশ, তেরো
(গ) সংঘটন, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা (ঘ) আকাঙ্ক্ষা, শংকা, অ্যাসিড উ: (গ)

১৯. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
(ক) মিমাংসা (খ) মিমাংশা (গ) মীমাংসা (ঘ) মীমাংশা উ: (গ)

২০. কোন বানানটি সঠিক? [D : ২৩-২৪]
(ক) অভ্যূদয় (খ) অভ্যুদয় (গ) অভ্যুদ্যয় (ঘ) অভ্যূদ্যয় উ: (খ)

২১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [IBA : ২৩-২৪]
(ক) প্রত্যুতগমন (খ) প্রত্যুৎগমন (গ) প্রত্যুদ্গমন (ঘ) প্রত্যুদগমণ উ: (গ)

২২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [A ২২-২৩]
(ক) পাণিনি (খ) মনোযোগ (গ) ষ্টোর (ঘ) মুহূর্ত উ: (গ)

২৩. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B ২২-২৩]
(ক) অংশ (খ) আঙুল (গ) এবংবিধ (ঘ) অংক উ: (ঘ)

২৪. শুদ্ধ বানান কোনটি? [C ২২-২৩]
(ক) প্রবাহমান (খ) শুভাশীষ (গ) পল্লিসমাজ (ঘ) ধরনধারন উ: (গ)

২৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [IBA ২২-২৩]
(ক) ঘূর্নায়মান (খ) ঘুর্ণায়মান (গ) ঘূর্ণায়মান (ঘ) ঘুর্নায়মান উ: (গ)

২৬. শুদ্ধ বানান কোনটি? [B : ২১-২২]
(ক) দৌরাত্ম (খ) প্রত্যুশ (গ) দুরাবস্থা (ঘ) পৈতৃক উ: (ঘ)

২৭. শুদ্ধ বানান কোনটি? [B : ২১-২২]
(ক) দিবারাত্রি (খ) পরজীবি (গ) পিরিত (ঘ) নিরব উ: (গ)

২৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ? [C : ২১-২২]
(ক) শ্রেণি, কর্ম, দুস্থ (খ) প্রতিযোগী, নিশ্বাস, রানি
(গ) পুজো, খেয়ালি, আতঙ্ক (ঘ) শৃংখলা, নিশ্বাস, ভয়ঙ্কর উ: (ঘ)

২৯. কোনটি শুদ্ধ? [C : ২১-২২]
(ক) দুরাবস্থা (খ) দূরাবস্থা (গ) দুরবস্থা (ঘ) দূরবস্থা উ: (গ)

৩০. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [C : ২১-২২]
(ক) বাঙালি, গ্যাং, ঠান্ডা (খ) মূর্চ্ছা, সঙ্গীত, প্রায়শঃ
(গ) মাষ্টারি, মূল্যে, কাহিনী (ঘ) দায়িত্ব, শংকা, সঙ্ঘটন উ: (ক)

৩১. কোনটি শুদ্ধ? [C : ২১-২২]
(ক) সামর্থ্যতা (খ) সামর্থতা (গ) সমর্থতা (ঘ) স্যামর্থ উ: (গ)

৩২. কোন বানানটি ভুল? [E : ২১-২২]
(ক) সূক্ষ্ম (খ) নিক্কণ (গ) পিণাক (ঘ) দুর্নীতি উ: (খ)

৩৩. নিচের কোন বানানটি ঠিক? [E : ২১-২২]
(ক) ফেব্রুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারী (গ) ফ্রেব্রুয়ারি (ঘ) ফেব্রুআরি উ: (ক)

৩৪. ঠিক বানানের শব্দ কোনটি? [I ১৯-২০; ঢাবি ঘ ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
(ক) শিরশ্ছেদ (খ) শিরোচ্ছেদ (গ) শিরচ্ছেদ (ঘ) শিরঃছেদ উ: (ক)

৩৫. 'কবর' কবিতার কবির নামের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C-1 ১৯-২০]
(ক) জসিম উদ্দিন (খ) জসীম উদ্দীন (গ) জসিম উদ্দিন (ঘ) জসীমউদ্দীন উ: (ঘ)

৩৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [C ১৯-২০]
(ক) ঠাণ্ডা (খ) কুষ্মাণ্ড (গ) উত্তরকাণ্ড (ঘ) ভণ্ড উ: (ক)

৩৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C ১৯-২০]
(ক) স্বায়ত্তোশাসন (খ) অপেক্ষমান (গ) অনিন্দসুন্দর (ঘ) শ্মশ্রু উ: (ঘ)

৩৮. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [F ১৯-২০]
(ক) সমীচীন (খ) প্রতীচী (গ) উদীচী (ঘ) অনাথীনী উ: (ঘ)

৩৯. বানানরীতিতে শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ কোনটি? [F ১৯-২০]
(ক) ব্রহস্পর্শ, অহোরাত্রি, গড্ডালিকা (খ) ত্বরণ, নৈঋর্ত, রজকিনী
(গ) প্রত্যুষ, নির্দ্বন্দ্ব, তদ্ব্যতীত (ঘ) দয়ার্দ্র, সখ্যতা, রুগ্ন উ: (গ)

৪০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৮-১৯]
(ক) অনুসূয়া (খ) অনূসুয়া (গ) অনসূয়া (ঘ) অনসুয়া উ: (গ)

৪১. কোন বানানটি শুদ্ধ– [C ১৮-১৯]
(ক) কীর্তিস্তম্ভ (খ) কির্তীস্তম্ভ (গ) কৃর্তিস্তম্ভ (ঘ) কৃতিস্তম্ভ উ: (ক)

৪২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [F ১৮-১৯]
(ক) ধানমন্ডি (খ) দুর্নাম (গ) বেনু (ঘ) পরনিন্দা উ: (গ)

৪৩. নিচের কোন বানানটি ঠিক নয়? [H ১৮-১৯]
(ক) আইনজীবী (খ) অণুবীক্ষণ (গ) উচ্ছৃঙ্খল (ঘ) অচিন্ত্যনীয় উ: (ঘ)

৪৪. নিচের কোন বানানগুচ্ছ ঠিক? [I ১৮-১৯]
(ক) মুহূর্ত, মূর্ধণ্য, গমণ, সরন (খ) মুহূর্ত, মূর্ধন্য, গমন, সরণ
(গ) মুহুর্ত, মুর্ধন্য, গমন, সরণ (ঘ) মুহূর্ত, মূর্ধণ্য, গমন, সরন উ: (খ)

৪৫. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
(ক) মহত্ত্ব (খ) মহত্ব (গ) মাহাত্ম্য (ঘ) পূজ্য উ: (খ)

৪৬. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) অত্যাধিক (খ) অত্যধীক (গ) অত্যাধ্যিক (ঘ) অত্যধিক উ: (ঘ)

৪৭. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) অধয়ন (খ) অধ্যয়ন (গ) অধ্যায়ন (ঘ) অধ্যয়ণ উ: (খ)

৪৮. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮; বেরোবি B ১৬-১৭]
(ক) সৌজন্যতা (খ) সৌজন্য (গ) সৌজন (ঘ) সৌজনতা উ: (খ)

৪৯. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) সৌন্দর্যতা (খ) সুন্দর্য (গ) সুন্দরত্তা (ঘ) সৌন্দর্য উ: (ঘ)

৫০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
(ক) অনুর্ধ্ব (খ) অনূর্ধ্ব (গ) অণুর্ধ্ব (ঘ) অণূর্ধ উ: (খ)

৫১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
(ক) জাতি (খ) উপকরন (গ) কথপোকথন (ঘ) জীর্ন উ: (ক)

৫২. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
(ক) ভৌগোলিক (খ) দুর্গ (গ) সামর্থ্য (ঘ) অদ্যাপি উ: (ক)

৫৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
(ক) গৃহিনী (খ) গৃহিনি (গ) গৃহীনী (ঘ) গৃহিণী উ: (ঘ)

৫৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? [D ১৭-১৮]
(ক) স্বশুর (খ) শশুর (গ) শ্বসুর (ঘ) শ্বশুর উ: (ঘ)

৫৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [D ১৭-১৮]
(ক) প্রতিযোগিতা (খ) শ্রদ্ধাঞ্জলী (গ) সহযোগীতা (ঘ) প্রতিযোগীতা উ: (ক)

৫৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
(ক) সুষ্ঠ (খ) সুষ্ট (গ) সুষ্টূ (ঘ) সুষ্ঠু উ: (ঘ)

CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সঠিক বানান কোনটি? [B : ২৩-২৪]
(ক) পুজারি (খ) পুজারী (গ) পূজারি (ঘ) পূজারী উ: (গ)

০২. কোনটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) পুষ্করিনী (খ) পুষ্করিণী (গ) পুষ্করণী (ঘ) পুষ্করনী উ: (খ)

০৩. শুদ্ধ শব্দটি চিহ্নিত করো- [A : ২৩-২৪]
(ক) ক্ষীণবুদ্ধি (খ) ক্ষুধামান্দ্য (গ) ক্ষুণ্ণতা (ঘ) ক্ষুদাধুর

Note : ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষুণ্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য– তিনটি শব্দই শুদ্ধ। (সূত্র বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান)। 'ক্ষুধাধুর' শব্দটির শুদ্ধ রূপ : ক্ষুধাতুর।

০৪. কোনটি শুদ্ধ চিহ্নিত করো? [C : ২৩-২৪]
(ক) সান্ত্বনা (খ) সান্তনা (গ) স্বান্তনা (ঘ) শান্তনা উ: (ক)

০৫. কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [C : ২৩-২৪]
(ক) সম্মানিত (খ) সম্মাননীয় (গ) সম্মানীয় (ঘ) সম্মানীত

Note : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ও বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী সম্মানিত, সম্মাননীয় ও সম্মানীয়– তিনটি শব্দই শুদ্ধ। প্রশ্নটি হওয়া উচিত ছিল কোনটি অশুদ্ধ শব্দ? সেক্ষেত্রে উত্তর হতো অপশন Ⓓ সম্মানীত।

০৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A ২২-২৩]
(ক) বুদ্ধিজীবি (খ) মরীচিকা (গ) পুর্বাহ্ন (ঘ) আত্বা উ: (খ)

০৭. নিচের কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [C ২২-২৩]
(ক) ইতিপূর্বে (খ) ইতোপূর্বে (গ) ইতঃপূর্বে (ঘ) ইতঃপুর্বে উ: (গ)

০৮. শুদ্ধ বানান– [A : ২১-২২]
(ক) মনিষীনী (খ) মণীষিনী (গ) মনীষিণী (ঘ) মনিষিনী উ: (গ)

০৯. কোনটি অশুদ্ধ? [A : ২১-২২]
(ক) অধীনস্থ (খ) অধীনে (গ) অধীন (ঘ) অনুগত উ: (ক)

১০. ঠিক বানান– [A : ২১-২২]
(ক) ধরিত্রি (খ) দরুণ (গ) বরণ (ঘ) গন্য উ: (গ)

১১. কোনটি অশুদ্ধ? [A : ২১-২২]
(ক) কান্ড (খ) ত্রাণ (গ) বিবরণ (ঘ) আকর্ষণ উ: (ক)

১২. অধিকার বা মালিকানা অর্থে নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?[A ১৯-২০]
(ক) স্বত্বাধিকার (খ) স্বত্বাধিকারী (গ) স্বত্ত্বাধিকার (ঘ) সত্ত্বাধিকার উ: (খ)

১৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [A ১৮-১৯]
(ক) পরজিবী (খ) সহযোগীতা (গ) তৃর্ণভোজী (ঘ) বুদ্ধিজীবী উ: (ঘ)

১৪. কোন শব্দটি ঠিক? [A ১৮-১৯]
(ক) শ্রদ্ধাস্পদাসু (খ) শ্রদ্ধাষ্পদাষু (গ) শ্রদ্ধাস্পদেসু (ঘ) শ্রদ্ধাস্পদাশু উ: (ক)

১৫. শুদ্ধ বানান কোনটি? [A ১৭-১৮]
(ক) ভূলের মূল্য (খ) ভুলের মুল্য (গ) ভুলের মুল্য (ঘ) ভুলের মূল্য উ: (ঘ)

১৬. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [A ১৭-১৮]
(ক) কল্যাণীয়াসু (খ) কল্যাণীয়াষু (গ) কল্যাণীয়েসু (ঘ) কল্যাণীয়াশু উ: (ক)

১৭. কোন বানানটি ঠিক? [A ১৭-১৮]
(ক) পুনর্মিলন (খ) পূনর্মিলন (গ) পুণর্মিলন (ঘ) পূণর্মিলন উ: (ক)

১৮. ঠিক বানান কোনটি? [B ১৭-১৮]
(ক) আশীষ (খ) আষিশ (গ) আশিস (ঘ) আশিষ উ: (গ)

১৯. শুদ্ধ বানান কোনটি? [B ১৭-১৮; E ১৬-১৭]
(ক) আকাংখ্যা (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) আকাংখা (ঘ) আকাংক্ষা উ: (খ)

২০. কোনটি শুদ্ধ? [C ১৭-১৮]
(ক) গড্ডালিকা (খ) অগ্ন্যুৎপাত (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলী (ঘ) শ্বাশুড়ী উ: (খ)

২১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [D ১৭-১৮]
(ক) বিকিরণ (খ) বিকীরণ (গ) বিকিরন (ঘ) বীকীরন উ: (ক)

২২. কোনটি শুদ্ধ বানান? [E ১৭-১৮]
(ক) জীবন সঙ্গিনী (খ) জীবন-সঙ্গিনী (গ) জীবনসঙ্গিনী (ঘ) জীবন সঙ্গীনি উ: (গ)

২৩. কোনটি শুদ্ধ? [অ-১৫-১৬]
(ক) সখ্যতা (খ) নম্রতা (গ) সামঞ্জস্যতা (ঘ) বাহুল্যতা উ: (খ)

২৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [অ-১৫-১৬]
(ক) বিড়ম্বণা (খ) বিড়ম্বনা (গ) বিরম্বনা (ঘ) বিরম্বণা উ: (খ)

২৫. কোন বানানটি ঠিক? [A ১৬-১৭]
(ক) নীলাম্বরি (খ) নিলাম্বরী (গ) নিলাম্বরি (ঘ) নীলাম্বরী উ: (ঘ)

২৬. কোন বানানটি ঠিক? [D ১৬-১৭]
(ক) নিরিক্ষণ (খ) নীরিক্ষণ (গ) নীরীক্ষণ (ঘ) নিরীক্ষণ উ: (ঘ)

২৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [I ১৬-১৭]
(ক) শশীভূষণ (খ) শশিভূষণ (গ) শশীভূষন (ঘ) শশিভূষন উ: (খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B : ২৩-২৪]
(ক) শুশ্রুযা (খ) সুশ্রুষা (গ) শুশ্রূষা (ঘ) সুশ্রূসা উ: (গ)

০২. বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি শুদ্ধ? [D1 : ২৩-২৪]
(ক) ভূল (খ) কৃতীত্ব (গ) সহযোগীতা (ঘ) ধরন উ: (ঘ)

০৩. কোনটি ভুল বানান? [A ২২-২৩]
(ক) দরিদ্রতা (খ) চতুরতা (গ) চপলতা (ঘ) দৈন্যতা উ: (ঘ)

০৪. কোন বানানটি ঠিক? [B ২২-২৩]
(ক) প্রোজ্জ্বল (খ) উজ্জ্বলতা (গ) সমিচিন (ঘ) কৃপনতা উ: (ক)

০৫. কোন শব্দটির প্রয়োগ শুদ্ধ? [B ২২-২৩]
(ক) বৈশিষ্ট্যতা (খ) সৌন্দর্যতা (গ) আধিক্যতা (ঘ) সুন্দরতা উ: (ঘ)

০৬. কোনটি ঠিক বানান? [B ১৯-২০; D ১৯-২০]
(ক) অভূতপুর্ব (খ) অভুতপূর্ব (গ) অভূতপূর্ব (ঘ) অভুতপুর্ব উ: (গ)

০৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
(ক) গিতাঞ্জলি (খ) গিতাঞ্জলী (গ) গীতাঞ্জলি (ঘ) গীতাঞ্জলী উ: (গ)

০৮. কোন শব্দটির বানান ভুল? [B ১৭-১৮]
(ক) উজ্জ্বল (খ) সজ্জন (গ) বিভাজ্য (ঘ) জ্বলন্ত উ: (ক)

০৯. কোন বানানটি ভুল?
(ক) সমীচীন (খ) মুমূর্ষু (গ) ম্রিয়মান (ঘ) প্রতীয়মান উ: (গ)

১০. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [গ ১৫-১৬]
(ক) শঙ্খ (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) অংক (ঘ) সংগীত উ: (গ)

১১. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [C ১৫-১৬]
(ক) আবিষ্কার (খ) পরিষ্কার (গ) বহিষ্কার (ঘ) তিরস্কার উ: (ঘ)

১২. কোন শব্দে ভুল বানান রয়েছে? [E-১৫-১৬]
(ক) চতুষ্পদ (খ) নিষ্পত্তি (গ) বৃহস্পতি (ঘ) শ্রদ্ধাস্পদ (ঙ) দুস্প্রাপ্য উ: (ঙ)

১৩. কোন বানানটি ঠিক? [H ১৬-১৭; বেরোবি ক ১৬-১৭]
(ক) শারিরিক (খ) শরীরিক (গ) শারীরিক (ঘ) শারিরীক উ: (গ)

১৪. কোন প্রয়োগটি অশুদ্ধ? [G ১৬-১৭]
(ক) সখ্য (খ) অহোরাত্র (গ) ঔজ্জ্বল্য (ঘ) সৌজন্যতা উ: (ঘ)

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [F ১৬-১৭]
(ক) বদ্বীপ (খ) বদীপ (গ) বদ্বিপ (ঘ) বদ্বিফ (ঙ) বঃদ্বীপ উ: (ক)

১৬. কোন বানানটি ঠিক? [F ১৬-১৭; যবিপ্রবি E ১৬-১৭]
(ক) শুশ্রুষা (খ) সুশ্রুষা (গ) শুশ্রূষা (ঘ) শুশ্রূসা (ঙ) সুশ্রূষা উ: (গ)

১৭. কোনটি শুদ্ধ নয়? [D3 ১৬-১৭]
(ক) অঙ্গ (খ) বংস (গ) কংস (ঘ) শংসা উ: (খ)

১৮. কোন বানানটি ঠিক? [D3 ১৬-১৭]
(ক) উদ্ধন্ধন (খ) আকস্মিক (গ) কিংকর্তব্যবিমূঢ় (ঘ) মরিচিকা উ: (গ)

১৯. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [D1 ১৬-১৭]
(ক) আবিস্কার (খ) পরিষ্কার (গ) বহিষ্কার (ঘ) নমস্কার উ: (ক)

২০. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [C1 ১৬-১৭]
(ক) ঋণগ্রহণ (খ) ভীষণ (গ) ভুষণ (ঘ) অনশন উ: (গ)

২১. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [B1 ১৬-১৭]
(ক) দুস্প্রাপ্য (খ) নিষ্পত্তি (গ) পরস্পর (ঘ) স্নেহাস্পদ উ: (ক)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৯-২০]
(ক) স্বচ্ছলতা (খ) উর্ধমুখী (গ) উচ্ছৃঙ্খল (ঘ) প্রজ্জলন উ: (গ)

০২. নিচের কোন বানানটি বৈয়াকরণিক দিক থেকে যথাযথ? [B ১৮-১৯; জাবি C ১৭-১৮]
(ক) বিচিত্র্য (খ) বৈচিত্র্যতা (গ) বৈচিত্র্য (ঘ) বৈচিত্র উ: (গ)

০৩. বিশুদ্ধ বানান কোনটি? [S-১৫-১৬]
(ক) নৈহৃত (খ) নৈর্ঋত (গ) নৈঝিত (ঘ) নৈঋত উ: (খ)

CamScanner

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন শব্দটি নির্ভুল? [A ১৯-২০]
ⓚ উপর্যুক্ত ⓚ উপরুক্ত ⓖ উপরিউক্ত ⓖ উপরিযুক্ত

Note: উপর্যুক্ত, উপরিউক্ত— দুটো বানানই নির্ভুল। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]

০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [AL ১৮-১৯; ইবি B-১৫-১৬]
(ক) পুঙ্খানুপুঙ্খ (খ) পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ (গ) পুংখানুপুঙ্খ (ঘ) পুঙ্খানুপঙ্খ উ: (ক)

০৩. কোনটি অশুদ্ধ বানানে লেখা? [AP ১৮-১৯]
(ক) সশঙ্কিত (খ) দারিদ্র (গ) নিস্পৃহ (ঘ) নিমজ্জন উ: (খ)

০৪. কোনটি শুদ্ধ? [D ১৮-১৯]
(ক) ক্লেশ (খ) ক্লেস (গ) ক্লেষ (ঘ) কেষ উ: (ক)

০৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [AL ১৭-১৮]
(ক) দারিদ্রতা (খ) দারিদ্র্য (গ) দরিদ্র্য (ঘ) দারিদ্র উ: (খ)

০৬. কোনটি শুদ্ধ বানান? [AL ১৭-১৮; রাবি A ১৫-১৬]
(ক) বৃৎপত্তি (খ) ব্যৃৎপত্তি (গ) ব্যুৎপত্তি (ঘ) বৃত্পত্তি উ: (গ)

০৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [AP ১৭-১৮]
(ক) ইন্দ্রীয় (খ) ঈন্দ্রীয় (গ) ইন্দ্রিয় (ঘ) ঈন্দ্রিয় উ: (গ)

০৮. কোনটি অশুদ্ধ : [ক ১৬-১৭]
(ক) বৈচিত্র (খ) বঁধু (গ) গৃহস্থ (ঘ) জগৎ উ: (ক)

০৯. কোনটি অশুদ্ধ বানান? [গ ১৬-১৭]
(ক) পিপীলিকা (খ) মিতালি (গ) দুরারোগ্য (ঘ) কেন্দ্রিয় উ: (ঘ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? [B ১৬-১৭]
(ক) অন্তর্ভুক্ত (খ) অর্ন্তভুক্ত (গ) অর্ন্তভূক্ত (ঘ) অন্তর্ভূক্ত উ: (ক)

০২. ভুল বানান কোনটি? [C ১৬-১৭]
(ক) সমীচীন (খ) দ্বন্দ্ব (গ) শিহরণ (ঘ) জিগিষা উ: (ঘ)

০৩. কোন বানানটি ঠিক? [A ১৬-১৭]
(ক) শৈরিণী (খ) স্বৈরীণী (গ) সৈরিণী (ঘ) স্বৈরিণী উ: (ঘ)

০৪. কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [B ১৬-১৭]
(ক) ঝরনা (খ) কাকন (গ) নূন্যতম (ঘ) দীনতা

Note: 'ঝরনা' ও 'দীনতা' দুটো বানানই ঠিক। [সূত্র : বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান।]

০৫. কোন বানানটি ঠিক নয়? [B ১৬-১৭]
(ক) জিনিস (খ) পোশাক (গ) মাষ্টার (ঘ) পোস্ট উ: (গ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৯-২০]
(ক) তৃহয়ন (খ) তৃহায়ণ (গ) ত্রিহায়ন (ঘ) ত্রিহায়ণ উ: (গ)

০২. ঠিক বানান নির্দেশ কর– [B ১৯-২০]
(ক) জ্যাতোভিমান (খ) জাত্যাভিমান (গ) জাত্যভিমান (ঘ) জাত্যিভিমান উ: (গ)

০৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠিত হয় কত সালে? [B ১৮-১৯]
(ক) ১৯৩৫ (খ) ১৯৩৬ (গ) ১৯৩৭ (ঘ) ১৯৩৮ উ: (খ)

০৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
(ক) কৃষিজিবি (খ) কৃষিজীবী (গ) কৃষিজীবি (ঘ) কৃষিজিবী উ: (খ)

০৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C ১৭-১৮]
(ক) শ্রদ্ধাস্পদাষু (খ) শ্রদ্ধাস্পদেষু (গ) শ্রদ্ধাস্পদেসু (ঘ) শ্রদ্ধস্পদেষু উ: (খ)

০৬. নিম্নের কোন বানানটি শুদ্ধ? [H ১৭-১৮]
(ক) নুপুর (খ) নূপূর (গ) নুপূর (ঘ) নূপুর উ: (ঘ)

০৭. ঠিক বানান কোনটি? [B ১৬-১৭]
(ক) দুর্নিরীক্ষ্য (খ) দুর্নিরিক্ষ (গ) দুর্নিরিখ্য (ঘ) দূর্নিরিক্ষ উ: (ক)

০৮. নিচের কোন বানানটি ঠিক– [B ১৬-১৭]
(ক) প্রনয়ন (খ) প্রনোয়ন (গ) প্রোনোয়ন (ঘ) প্রণয়ন উ: (ঘ)

০৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৬-১৭]
(ক) অনুষঙ্গ (খ) অনুসঙ্গ (গ) অনুষাঙ্গ (ঘ) অনুসাঙ্গ উ: (ক)

১০. নিচের কোন বানানটি ঠিক? [C ১৬-১৭]
(ক) পরিস্কার (খ) পরিষ্কার (গ) পরিশ্কার (ঘ) পরিঃকার উ: (খ)

১১. ঠিক বানান কোনটি? [C ১৬-১৭]
(ক) পৌরোহিত্য (খ) পৌরহিত্য (গ) পুরোহিত্য (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ক)

১২. কোনটি শুদ্ধ? [C ১৬-১৭]
(ক) মধুসূদন (খ) মধুসূদন (গ) মধূসুদন (ঘ) মধুসুদন উ: (ক)

১৩. কোনটি ঠিক বানান? [C ১৬-১৭]
(ক) সমুজ্জ্বল (খ) সমুজ্জ্বল (গ) সমোজ্জ্বল (ঘ) সমজ্জ্বল উ: (খ)

১৪. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [H ১৬-১৭]
(ক) সশ্রদ্ধ (খ) ঘনিষ্ঠ (গ) বৈদগ্ধ্য (ঘ) মুমূর্ষূ উ: (ঘ)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ঠিক বানান কোনটি? [B ১৯-২০; জবি ঘ ১৫-১৬]
(ক) আইনজীবি (খ) উচ্ছাস (গ) সত্তা (ঘ) ইতিমধ্যে উ: (গ)

০২. নিচের কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? [C ১৯-২০; রাবি K ১৭-১৮]
(ক) সমিচিন (খ) মুমুর্ষু (গ) আকাংখা (ঘ) সান্ত্বনা উ: (ঘ)

০৩. কোন বানানটি ঠিক? [C ১৮-১৯; জবি গ ১৬-১৭]
(ক) অনুনয় (খ) অণুনয় (গ) অনূনয় (ঘ) অনুর্ণয় উ: (ক)

০৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৮-১৯]
(ক) শ্বাসত (খ) শাশ্বত (গ) শ্বাশত (ঘ) শাস্বত উ: (খ)

০৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [B ১৬-১৭]
(ক) অপেক্ষমান (খ) অপরাহ্ন (গ) ওঁচা (ঘ) কৌতুহল উ: (গ)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ভুল বানানগুচ্ছ কোনটি? [খ-১৫-১৬]
(ক) শ্রেণি, আবিষ্কার (খ) সর্বজনীন, বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) গড্ডলিকা, বঁধু (ঘ) নিরোগ, শান্তনা উ: (ঘ)

০২. শুদ্ধ শব্দজোড় চিহ্নিত কর : [খ-১৫-১৬]
(ক) বিদ্যান, শিরচ্ছেদ (খ) বিশ্চিক, পিপিলিকা (গ) আকাঙ্খা, অপরাহ্ন (ঘ) সত্ত্বা, মরীচিকা উ: (ঘ)

০৩. কোনটি অশুদ্ধ? [গ-১৫-১৬]
(ক) নির্ধন (খ) সশঙ্কিত (গ) দারিদ্র্য (ঘ) নিস্পৃহ উ: (খ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [F ১৯-২০]
(ক) গোধুলী (খ) গোধুলি (গ) গোধূলি (ঘ) গোধূলী উ: (গ)

০২. 'ণ' এর উচ্চারণগত বানান কোনটি? [D ১৯-২০; ইবি এইচ ১৭-১৮; রাবি ই ১৬-১৭]
(ক) মূর্ধণ্য (খ) মুর্ধণ্য (গ) মুর্ধন্য (ঘ) মূর্ধন্য উ: (ঘ)

০৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [F ১৯-২০]
(ক) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (খ) অন্ত্যেস্টিক্রিয়া (গ) অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া (ঘ) অন্তেস্টিক্রিয়া উ: (ক)

০৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [C ১৮-১৯]
(ক) কৌলীন্য (খ) কৌলীণ্য (গ) কৌলিন্য (ঘ) কৌলিণ্য উ: (ক)

০৫. শুদ্ধ বানান কোনটি? [D ১৮-১৯]
(ক) দারিদ্রপীড়িত (খ) দারিদ্র্যপীড়িত (গ) দরিদ্র্যপীড়িত (ঘ) দরিদ্রপীড়িত উ: (খ)

০৬. কোন বানানটি ঠিক? [D ১৮-১৯]
(ক) স্বরণি (খ) স্বরনি (গ) সরণি (ঘ) সরনি উ: (গ)

০৭. ঠিক বানান কোনটি? [F ১৮-১৯]
(ক) রূপপোজীবিনী (খ) রুপপোজীবনী (গ) রূপোপজীবিনী (ঘ) রূপোপজীবিনী উ: (গ)

০৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [E ১৭-১৮]
(ক) প্রত্নতত্ত্ব (খ) প্রত্নতত্ব (গ) প্রত্নতত্ত (ঘ) প্রত্নত্বত্ত উ: (ক)

০৯. কোনটি ঠিক বানান? [E ১৬-১৭]
(ক) কাহিনি (খ) কাহিণী (গ) কাহীনি (ঘ) কাহিনী উ: (ক)

১০. কোন শব্দটির বানান ঠিক? [D ১৬-১৭]
(ক) দোষনীয় (খ) দূষণীয় (গ) দূষনিয় (ঘ) দোষণীয় উ: (খ)

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শৃঙ্খলা' শব্দের বানানে 'ঙ' স্থানে 'ং' হবে না, কারণ শব্দটি– [A ১৯-২০]
(ক) সন্ধিবদ্ধ নয় (খ) সমাসবদ্ধ নয় (গ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা নয়
(ঘ) দ্বিরুক্ত নয় (ঙ) প্রত্যয়ান্ত নয় উ: (ক)

০২. কোন বানানটি ভুল? [A ১৭-১৮]
(ক) শ্রদ্ধাঞ্জলি (খ) শিরশ্ছেদ (গ) উপন্যাসিক (ঘ) আকাঙ্ক্ষা (ঙ) ভৌগোলিক উ: (গ)

০৩. কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? [A ১৬-১৭]
(ক) ইংরেজী (খ) শহীদ (গ) ফেব্রুয়ারী (ঘ) প্রতিযোগী (ঙ) চাচী উ: (ঘ)

CamScanner

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [G-১৫-১৬]
(ক) শ্রেষ্ঠ (খ) নিরভিমান (গ) অধৈর্য (ঘ) বিভীষীকা উ: ঘ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
(ক) ইতিমধ্যে (খ) সমীচিন (গ) পুরষ্কার (ঘ) পোশাক উ: ঘ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন শব্দের বানানটি শুদ্ধ? [B ১৯-২০]
(ক) দূরান্বয় (খ) দূর্নিবার (গ) দূর্নীতি (ঘ) দূর্নাম উ: ক

০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [C ১৭-১৮]
(ক) আশ্বস্ত (খ) কটুক্তি (গ) আবিষ্কার (ঘ) চৈতালি উ: খ

০৩. নিচের কোন শব্দটির বানান অশুদ্ধ? [A-১৫-১৬]
(ক) গণিত (খ) হর্ন (গ) প্রতিযোগিতা (ঘ) আকাংখা উ: ঘ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শুদ্ধ শব্দ কোনটি? [D ১৫-১৬]
(ক) স্বরসতী (খ) সরস্বতী (গ) সরস্বতি (ঘ) স্বরসতি উ: খ

০২. 'প্রমিত বাংলা ভাষা' বলতে বোঝায়– [D ১৫-১৬]
(ক) আঞ্চলিক রীতির বাংলা ভাষা (খ) কথ্য রীতির বাংলা ভাষা
(গ) চলিত রীতির বাংলা ভাষা (ঘ) সাধু রীতির বাংলা ভাষা উ: গ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলোই অশুদ্ধ? [FASS : ২১-২২]
(ক) নিক্কন, সূচাঘ, অনুর্ধ্ব (খ) মাতৃভাষা, রানি, বিকিরণ
(গ) অনুর্বর, উর্ধ্বগামী, রানি (ঘ) ভুরিভুরি, মাতৃভাষা, দুরতিক্রম্য উ: ক

০২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [FASS : ২১-২২]
(ক) আদ্যোক্ষর (খ) আদ্যাক্ষর (গ) আদ্যেক্ষর (ঘ) আদ্যক্ষর

Note : আদ্যাক্ষর [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান] এবং আদ্যক্ষর [সুত্র : বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান]।

০৩. নিচের কোন বানানটি সঠিক নয়? [FSSS : ২১-২২]
(ক) বৈশিষ্ট (খ) বৈশিষ্ট্য (গ) মুমূর্ষু (ঘ) সমীচীন উ: ঘ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. ঠিক বানান– [FMGP : ২১-২২]
(ক) সৌন্দর্য্য, বহিষ্কার, অহোরাত্রি (খ) সৌন্দর্য, বহিষ্কার, অহোরাত্র
(গ) সুন্দর্য, বহিষ্কার, অহঃরাত্রি (ঘ) সৌন্দর্য, বহিঃকার, অহঃরাত্র উ: খ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২১-২২; ঢাবি চ ১৯-২০; জাককানইবি AL ১৭-১৮; যবিপ্রবি E ১৭-১৮]
(ক) পিপীলিকা (খ) পিপিলীকা (গ) পিপিলিকা (ঘ) পীপীলীকা উ: ক

০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [A : ২১-২২; জাককানইবি D ১৭-১৮; রাবি F ১৭-১৮]
(ক) মুমুর্ষ (খ) মুমূর্ষু (গ) মুমুর্ষু (ঘ) মুমূর্শ উ: খ

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. নিচের কোনটি ঠিক শব্দ নয়?
(ক) সুর্মূল্য (খ) হিংসা (গ) বাস্তব (ঘ) ধ্বনি উ: ক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. শুদ্ধ বানান কোনটি? [মানবিক ২২-২৩]
(ক) পুরষ্কার (খ) মুমুর্ষু (গ) সার্থক (ঘ) আবিস্কার উ: গ

০২. কোনটি শুদ্ধ বানান? [Humanities : ২১-২২; জাবি D ১৭-১৮; গার্হস্থ্য ১৭-১৮; জাককানইবি ১৭-১৮]
(ক) সমীচিন (খ) সমিচিন (গ) সমীচীন (ঘ) সমিচীন উ: গ

০৩. কোনটি শুদ্ধ? [১৯-২০]
(ক) অভিক (খ) নির্ভিক (গ) অনিক (ঘ) ধনিক উ: ঘ

০৪. নিচের কোন শব্দজোড় ভুল? [১৯-২০]
(ক) সাধুতা, দৈন্য (খ) গড্ডালিকা, লজ্জাব্বর
(গ) শিরশ্ছেদ, বৃশ্চিক (ঘ) পাণিনি, উন্মীলিত উ: খ

০৫. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [১৬-১৭]
(ক) নারীত্ব (খ) কৃতিত্ব (গ) সতিত্ব (ঘ) ব্যক্তিত্ব উ: গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
(ক) নিরব (খ) ঐকতান (গ) ইদানিং (ঘ) উচ্ছ্বল উ: খ

০২. নিচের যে বানানটি শুদ্ধ– [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
(ক) নীলম্বরী (খ) নিলাম্বরী (গ) নীলাম্বরি (ঘ) নীলাম্বরী উ: গ

০৩. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪]
(ক) উচ্ছল, স্বত্ব, ভূগোল (খ) ইতিমধ্যে, ইতঃপূর্বে, উপরোক্ত
(গ) শ্রদ্ধাঞ্জলী, বাল্মীকি, আকাঙ্ক্ষা (ঘ) ভৌগোলিক, শতবার্ষিক, মুহুর্মূহু উ: ক

০৪. কোন নামটি শুদ্ধ? [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
(ক) জীবনান্দ দাস (খ) জীবনানান্দ দাশ
(গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) জীবনানন্দ দাস উ: গ

০৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
(ক) অন্তস্থল (খ) অন্তস্তল (গ) অন্তঃস্থল (ঘ) অন্ততল উ: খ

০৬. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [বাণিজ্য ২২-২৩]
(ক) মহীয়সি (খ) পাকস্থলী (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলি (ঘ) গীতাঞ্জলি উ: ক

০৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
(ক) ব্যাথা (খ) গীতাঞ্জলী (গ) শিরোচ্ছেদ (ঘ) অপরাহ্ণ উ: ঘ

০৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [মানবিক ২২-২৩]
(ক) নিশিথিনি (খ) কথোপকথন (গ) পিপিলিকা (ঘ) সমিচিন উ: খ

০৯. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? [Humanities : ২১-২২]
(ক) শারীরিক, সমীচিন, নিরীক্ষণ (খ) ইতিমধ্যে, ইতঃপূর্বে, উপরোক্ত
(গ) শ্রদ্ধাঞ্জলী, বাল্মীকি, আকাঙ্ক্ষা (ঘ) ভৌগোলিক, শতবার্ষিক, মুহুর্মুহু উ: ঘ

১০. ভুল বানান কোনটি? [Business : ২১-২২]
(ক) রুগ্ন (খ) ব্যতীত (গ) আকাঙ্ক্ষা (ঘ) সচ্ছল উ: ক

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
(ক) অনুকূল (খ) অভিসপ্ত (গ) অধ্যায়ন (ঘ) অনূজ্জ্বল উ: ক

০২. বানানের অশুদ্ধির প্রধান কারণ কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
(ক) ভুল উচ্চারণ (খ) অর্থ না জানা (গ) সমাস না জানা (ঘ) যুক্তবর্ণ উ: ক

০৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
(ক) শিরপীড়া (খ) শিরোপিড়া (গ) শিরঃপীড়া (ঘ) শিরোপীড়া উ: গ

০৪. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে নিচের কোন শব্দজোড়ের বানান শুদ্ধ? [Diploma Nursing'17-18]
(ক) পিপীলিকা, নির্নিমেষ (খ) পিপীলিকা, নির্নিমেস
(গ) পিপীলিকা, নির্ণিমেষ (ঘ) পিপিলিকা, নির্নিমেশ উ: ক

০৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [BSC Nursing ২২-২৩]
(ক) মরীচিকা (খ) সহযোগীতা (গ) ইতিমধ্যে (ঘ) শ্রমজীবি উ: ক

০৬. কোন বানানটি ঠিক? [BSC Nursing'20-21]
(ক) যোড়শ (খ) শোরশ (গ) শোরষ (ঘ) সোড়শ উ: ক

০৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? [BSC Nursing'15-16]
(ক) ব্যতীত (খ) ব্যতিত (গ) ব্যাতীত (ঘ) ব্যাতিত উ: ক

০৮. কোন শব্দটি সঠিক? [BSC Nursing'15-16]
(ক) আভ্যন্তরীণ (খ) অভ্যন্তরীণ (গ) আভ্যন্তরীন (ঘ) অভ্যন্তরীন উ: খ

০৯. নিচের কোনটি সঠিক শব্দ নয়? [Diploma Nursing'21-22]
(ক) দুর্মূল্য (খ) হিংসা (গ) বাস্তব (ঘ) ধ্বনি উ: ক

১০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?[Diploma Nursing'19-20]
(ক) সরত (খ) শড়ত (গ) শরত (ঘ) শরৎ উ: ঘ

১১. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান? [Diploma Midwifery'18-19]
(ক) নুন্যতম (খ) ন্যূনতম (গ) নুনতম (ঘ) নূন্যতম উ: খ

১২. নিচের কোন বানান ভুল? [Diploma Nursing'15-16]
(ক) পরিপক্ক (খ) মুহূর্ত (গ) মুমূর্ষু (ঘ) শুশ্রূষা উ: ক

১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [Diploma Nursing'15-16]
(ক) স্বায়ত্তশাসন (খ) স্বায়ত্বশাসন (গ) স্বায়াত্বশাসন (ঘ) সায়ত্বশাসন উ: ক

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রণীত হয়? [৪৬তম বিসিএস]
ক ১৯৯০ খ ১৯৯২ গ ১৯৯৪ ঘ ১৯৯৬ উ: খ

০২. শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি? [৪৫তম বিসিএস]
ক শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
খ শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন
গ শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন
ঘ শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন উ: ক

০৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? [৪৩তম, ২১তম, ১০ম বিসিএস]
ক মুহুর্ত খ মূহুর্ত গ মুহূর্ত ঘ মূহূর্ত উ: গ

০৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪১তম বিসিএস]
ক পুরষ্কার খ আবিস্কার গ সমযোপোযোগী ঘ স্বত্ব উ: ঘ

০৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [৪১তম বিসিএস]
ক মনোকষ্ট খ মনঃকষ্ট গ মণকষ্ট ঘ মনকস্ট উ: খ

০৬. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]
ক শূণ্য খ ত্রিভুজ গ পূণ্য ঘ ভূবন উ: খ

০৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [৩৫তম বিসিএস]
ক মনীষী খ মনিষি গ মনীষি ঘ মনিষী উ: ক

০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [৩৩তম বিসিএস]
ক দরিদ্রতা খ উপযোগিতা
গ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ ঊর্দ্ধ উ: ঘ

০৯. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩৩তম, ৩২তম বিসিএস]
ক নিশিথিনী খ নীশিথিনী গ নিশীথিনী ঘ নিশিথিনি উ: গ

১০. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩২তম বিসিএস]
ক আকাংখা খ আকাক্ষা গ আকাঙ্খা ঘ আকাঙ্ক্ষা উ: ঘ

১১. কোনটি শুদ্ধ বানান? [২৫তম বিসিএস]
ক দন্দ খ দ্বন্দ গ দ্বন্দ্ব ঘ দন্দ্ব উ: গ

১২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২১তম বিসিএস]
ক সূচিস্মিতা খ সূচিষ্মিতা গ সূচীস্মিতা ঘ শুচিস্মিতা উ: ঘ

১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২০তম বিসিএস]
ক শুশ্রুষা খ সুশ্রুষা গ শুশ্রূষা ঘ সুশ্রূসা উ: গ

১৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৮তম বিসিএস]
ক সমীচীন খ সমিচীন গ সমীচিন ঘ সমিচিন উ: ক

১৫. শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন– [১৫তম বিসিএস]
ক মুহুর্মুহু খ মুহূর্মুহু গ মুর্হুমুহু ঘ মুর্হুমুহ উ: ক

১৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)]
ক বিভিষীকা খ বিভীষিকা গ বীভিষিকা ঘ বীভিষীকা উ: খ

১৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১২তম বিসিএস (পুলিশ)]
ক পাষাণ খ পাষান গ পাসান ঘ পাশান উ: ক

SELF TEST MCQ

০১. কোন শব্দটি শুদ্ধ নয়?
ক সংখ্যা খ সংবর্ধনা গ উশৃঙ্খল ঘ অহংকার

০২. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
ক কুঁড়ি খ স্টেশন গ খ্রিষ্ট ঘ স্টোর

০৩. কোন বানানটি ঠিক নয়?
ক অক্ষয় খ চৈতালী গ জাপানি ঘ রঙিন

০৪. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক শরিসৃপ খ শরীসৃপ গ সরিসৃপ ঘ সরীসৃপ

০৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক মধুসুদন খ মধূসুদন গ মধূসূদন ঘ মধুসূদন

০৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক সহযোগীতা খ ত্রিপ্রি গ শ্রদ্ধাঞ্জলী ঘ শংশুক

০৭. কোন বানানটি ঠিক?
ক স্বতস্ফূর্ত খ স্বতোঃস্ফুর্ত গ স্বতোস্ফূর্ত ঘ স্বতঃস্ফূত

০৮. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত নয়?
ক আশিস খ আকাঙ্ক্ষা গ পূবালী ঘ মুহ্যমান

০৯. কোন বানানটি নির্ভুল?
ক দূরদশাগ্রস্ত খ দুর্দশাগ্রহ গ দুর্দশাগ্রস্ত ঘ দুর্দশাগ্রহ

১০. কোন শব্দটি ভুল?
ক অঞ্জলি খ কটূক্তি গ পরিপক্ক ঘ মরুদ্যান

১১. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক কনিনিকা খ কণিনিকা গ কনিনীকা ঘ কনীনিকা

১২. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখিত?
ক শকেট খ শকট গ সকোট ঘ সকট

OMR

০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ

Answer

১২.খ	১১.ঘ	১০.গ	০৯.গ	০৮.গ	০৭.ক
০৬.খ	০৫.ঘ	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.ঘ	০১.গ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০২. তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০৩. বস্তুবাচক, প্রাণিবাচক এবং কর্ম ও পেশাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম অনুসৃত হবে তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।
০৪. সন্ধির ক্ষেত্রে অশুদ্ধি সংশোধন কর :
জ্যোতিরীন্দ্র, অনাটন, উপরোক্ত, মুখছবি, প্রাতঃরাশ, দুরাদৃষ্ট, অদ্যবধি, দুরাবস্থা।
০৫. বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০৬. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
০৭. 'উদ্দেশ' ও 'উদ্দেশ্য' শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর :

০১. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০২. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৩. বস্তুবাচক, প্রাণিবাচক এবং কর্ম ও পেশাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে নিয়ম :
i. বস্তুবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : বাড়ি, আলমারি, মশারি, চিরুনি ইত্যাদি।
ii. প্রাণিবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : হাতি, পাখি, মুরগি, জোনাকি।
iii. কর্ম ও পেশাবাচক শব্দে ই-কার বসবে। যেমন : মাস্টারি, দোকানদারি, ডাক্তারি।
০৪. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৫. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৬. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৭. নিম্নে 'উদ্দেশ' ও 'উদ্দেশ্য' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও বাক্যে প্রয়োগ দেওয়া হলো :

উদ্দেশ : উদ্দেশ (উদ্ + √দিশ্ + অ) শব্দটি বিশেষ্য; যার অর্থ : অন্বেষণ, সন্ধান, খোঁজ, হদিস, লক্ষ্য। যেমন :
ক. নদী ধায় সাগর উদ্দেশে।
খ. তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এ গ্রন্থ উৎসর্গিত হয়েছে।
গ. কার উদ্দেশে একথা বলা হলো কেউ বুঝতে পারল না।

উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য (উদ্ + √দিশ্ + য) শব্দটি বিশেষ্য; যার অর্থ : অভিপ্রায়, মতলব, তাৎপর্য, প্রয়োজন ও উদ্দেশের বিষয়। যেমন :
ক. তিনি যখন একথা বলেছেন, তখন বুঝতে হবে এর কোনো উদ্দেশ্য আছে।
খ. লোকটা কিন্তু সুবিধার নয়, উদ্দেশ্য ছাড়া সে কোনো কাজ করে না।
গ. আমার কাছে এসব কেন বলো? তোমার উদ্দেশ্য কী খুলে বলো।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

অধ্যায় ৩৮ বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

অপপ্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা

- **অপপ্রয়োগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : অশ্রুজল।
- **কারণ :** ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা :

ক. উচ্চারণজনিত খ. শব্দ গঠনজনিত ও গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত

ক. উচ্চারণজনিত : আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমন : অনাটন (শুদ্ধ : অনটন), উত্যাক্ত (শুদ্ধ : উত্ত্যক্ত)।

খ. শব্দ গঠনজনিত : শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন : অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হয় বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।

গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত : শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ) ইত্যাদি।

বানানগত অশুদ্ধি : বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার ফলে শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। বানানগত অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ
অধগতি	অধোগতি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
কল্যান	কল্যাণ	কংকন	কঙ্কণ
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	কৌতুহল	কৌতূহল
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত
সমীচিন	সমীচীন	সম্বাদ	সংবাদ
অংক	অঙ্ক	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র

সমাসঘটিত বানান : সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির্) উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমন : নেই ধন যার = নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এরকম :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নীরোগী	নীরোগ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নিরভিমানী	নিরভিমান
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অহর্নিশি	অহর্নিশ
গরিমামণ্ডিত	গরিমমণ্ডিত	দিবারাত্রি	দিবারাত্র

প্রত্যয়ঘটিত বানান :

আর্থনীতিক (অর্থনৈতিক নয়), সামসময়িক (সমসাময়িক নয়), দূষণীয় (দোষণীয় নয়), পরিত্যাজ্য (পরিত্যজ্য নয়), সহ্য (সহ্যনীয় নয়)।

সমার্থক শব্দের বানান (শব্দের অতি ব্যবহারজনিত অশুদ্ধি) :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	যদ্যাপিও	যদ্যপি/যদিও
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি/বুদ্ধিমান
কদাপিও	কদাপি	সুস্বাগত	স্বাগত
বিবিধপ্রকার	বিবিধ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

➤ **লক্ষণীয় :** 'স্বাগত' শব্দটি গঠিত হয়েছে/সু-/উপসর্গযোগে (সু + আগত = স্বাগত)। এর সঙ্গে আবারও অনাবশ্যকভাবে /সু-/উপসর্গ যোগ করে সুস্বাগত শব্দটি তৈরি ব্যাকরণসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ নয়। এরকম সুস্বাস্থ্য শব্দটিতেও /সু-/উপসর্গের দ্বিত্ব – প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানানজনিত অপপ্রয়োগ : ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ঠিক অর্থ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেও প্রয়োগে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির জন্য বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অবদান	কীর্তি	অবধান	মনোযোগ
আশি	৮০ সংখ্যা	আশী	সাপের বিষদাঁত
আসক্তি	অনুরাগ	আসত্তি	নৈকট্য
ঈশ	ঈশ্বর	ঈষ	লাঙল দণ্ড
ঋতি	গতি	রীতি	পদ্ধতি
একদা	এককালে	একধা	এক প্রকারে
কাঁদা	কান্না	কাদা	কর্দম
গিরিশ	মহাদেব	গিরীশ	হিমালয়
টিকা	তিলক	টীকা	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
দিন	দিবস	দীন	দরিদ্র
নিরাশ	আশাহীন	নিরাস	দূর করা
পরভৃত	কোকিল	পরভৃৎ	কাক
বেদ	ধর্মগ্রন্থের নাম	বেধ	গভীরতা
ভিত	বুনিয়াদ	ভীত	শঙ্কিত
যতি	বিরাম	যতী	সন্ন্যাসী
রাধা	রাধিকা	রাঁধা	রন্ধন
শুচি	পবিত্র	সূচি	তালিকা
স্বর্গ	দেবতার বাসস্থান	সর্গ	অধ্যায়
হাঁড়ি	পাত্র	হাড়ি	নিম্নবর্ণের হিন্দু

উৎকর্ষবাচক –তর, –তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত বানান :

বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে /–ইষ্ঠ/ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক –তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক –তম/প্রত্যয় যোগ করে থাকেন। যেমন : কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর/শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি। এরকম প্রয়োগ অশুদ্ধ ও অনুচিত।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতম/তর	কনিষ্ঠ	বলিষ্ঠতম/তর	বলিষ্ঠ
গরিষ্ঠতম/তর	গরিষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতম/তর	শ্রেষ্ঠ
পাপিষ্ঠতম/তর	পাপিষ্ঠ	লঘিষ্ঠতম/তর	লঘিষ্ঠ

শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ : যেকোনো শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এর ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অসহ্যনীয়	অসহ্য	অধীনস্থ	অধীন
অস্তমান	অস্তায়মান	অগ্রসরমান	অগ্রসর
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অশ্রুজল	অশ্রু
অভিপ্সা	অভীপ্সা	অন্বেশণ	অন্বেষণ
ইদানিং	ইদানীং	ইংরেজী	ইংরেজি
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	কার্পণ্যতা	কার্পণ্য
চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	নিরহংকারী	নিরহংকার
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	সুকেশিনী	সুকেশা/সুকেশী
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	সুস্বাগত	স্বাগত
বারম্বার	বারংবার	প্রাণপন	প্রাণপণ
সৌজন্যতা	সৌজন্য	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে/বিনয়পূর্বক
সম্বলিত	সংবলিত	সহকারি	সহকারী

CamScanner

অপপ্রয়োগের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত

অজ্ঞানতা	অজ্ঞানতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ – জ্ঞান শূন্যতা। অজ্ঞতা অর্থে এই শব্দটির প্রয়োগ প্রচলিত হলেও ভুল।
অত্র-তত্র-যত্র	'অত্র' শব্দের অর্থ এখানে 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। 'এই' অর্থে 'অত্র' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
অতপর/ অতঃপর	'অতপর' ব্যাকরণসম্মত কোনো শুদ্ধ শব্দ নয়। 'অত' শব্দের অর্থ অধিক, এত বেশি। সে বিবেচনায় অতপর শব্দের অর্থ হতে পারে 'অধিক পর'। যদিও এ বাগভঙ্গিটি শুদ্ধ নয়। কিন্তু 'অতঃপর' শব্দের অর্থ এরপর বা তারপর। অতএব 'অতঃপর' অর্থে কখনো 'অতপর' লেখা সমীচীন নয়। তাছাড়া দুটো শব্দের উচ্চারণেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
অধস্তন/ অধঃস্তন	অধঃ + তন = অধস্তন শব্দের অর্থ নিম্নপদস্থ। সন্ধির নিয়মে বিসর্গ উঠে গিয়ে 'দন্ত্য-স' হয়েছে। অনেকে 'অধস্তন' বানানকে 'অধঃস্তন' লিখে থাকে। 'অধঃস্তন' শব্দের অর্থ 'নিম্নস্থ-স্তন' বা নিচে অবস্থিত স্তন'। 'নিম্নপদস্থ' আর 'নিম্নস্থ-স্তন' এক কথা নয়। অতএব ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। নইলে 'নিম্নপদস্থ' লিখতে গিয়ে 'নিম্নস্থ-স্তন' লিখে বিশ্রী অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। এমনটি কাম্য নয়। তাই 'নিম্নপদস্থ' অর্থে 'অধস্তন' লিখতে হবে। ভুলেও বিসর্গ দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, বিসর্গহীন 'অধস্তন' অর্থ 'নিম্নপদস্থ' কিন্তু বিসর্গযুক্ত 'অধঃস্তন' অর্থ নিম্নস্থ-স্তন।
অনুগত/ বাধ্যগত	'বাধ্যগত' শব্দটি বাংলা ভাষায় নেই। বস্তুত অনুগমন শব্দ হতে 'অনুগত' শব্দের উৎপত্তি। যিনি অনুগমন করেন তিনি অনুগামী বা অনুগত। সে অর্থে যিনি বাধ্যগমন করেন তিনি বাধ্যগামী বা বাধ্যগত। এরূপ হাস্যকর অর্থ হতে পারে কি? বাধ্যগমন বলতে যেহেতু কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় নেই সেহেতু বাধ্যগত শব্দটিও নেই।
অনুরোধ/সবিনয় অনুরোধ/সনির্বন্ধ অনুরোধ	অনুরোধ সবসময় বিনয়ের সঙ্গে করা হয়। যা বিনয়ের সঙ্গে করা হয় তা-ই 'অনুরোধ'। অতএব 'অনুরোধ' লেখা যথেষ্ট। অনুরোধ শব্দের পূর্বে 'সবিনয়' নিষ্প্রয়োজন। সবচেয়ে ভালো লেখা 'সনির্বন্ধ অনুরোধ'। এর অর্থ মিনতিপূর্ণ অনুরোধ।
অনুভূমিক/ আনুভূমিক	প্রচলিত অনেক বইতেই 'অনুভূমিক' শব্দের সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আনুভূমিক' শব্দটিকে শুদ্ধ বলা হয়েছে। তবে আধুনিক বাংলা অভিধানে আনুভূমিক শব্দের কোনো অস্তিত্বই নেই। এর কারণ মূল শব্দ 'অনুভূমি' আর এর সাথে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি 'অনুভূমিক' হয়েছে। এখন যদি 'ক' প্রত্যয় যুক্ত না হয়ে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হতো তাহলে মূল শব্দের আদিস্বর বৃদ্ধি হয়ে 'অ' থেকে 'আ' হতো এটা সত্য, কিন্তু এর সাথে সাথে ভূমি বানানের ই-কার ও সন্ধির নিয়মে ই-কার এর পরিবর্তে ঈ-কার হয়ে যেতো। অর্থাৎ বানানটা হতো 'আনুভূমীক'। ইংরেজি Horizontal – এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'আনুভূমিক' শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ। শুদ্ধ রূপ হবে – অনুভূমিক।
অন্তরীণ	Interned বা বন্দি অর্থে 'অন্তরিন' শব্দটি প্রচলিত। যেহেতু শব্দটি সংস্কৃত নয়। কিংবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে গঠিত নয়, তাই এ শব্দে দীর্ঘ- 'ঈ' কার যেমন খাটে না, তেমনি মূর্ধন্য-'ণ'ও খাটে না।
অপমান	প্রীতি শুভকে অপমান করল – বাক্যটি ভুল। কারণ কেউ কাউকে অপমান করে না, করে অপমানিত। সুতরাং সঠিক বাক্য হবে – প্রীতি শুভকে অপমানিত করল।
অপেক্ষমাণ/ অপেক্ষমান	ক্ষ অর্থাৎ ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
অপোগণ্ড	শব্দটির প্রকৃত অর্থ নাবালক/শিশু। অপদার্থ বা অকর্মণ্য অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হলেও ভুল।
অভ্যন্তরীণ/ আভ্যন্তরীণ	প্রচলিত অনেক বইতে 'আভ্যন্তরীণ' শব্দটিকে সঠিক বলা হলেও বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে শব্দটি ভুল। এর কারণ মূল শব্দ হচ্ছে 'অভ্যন্তর' আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'ঈন'। মনে রাখতে হবে 'ঈন' প্রত্যয় যুক্ত হলে কখনো আদিস্বর বৃদ্ধি হয় না, আদিস্বর বৃদ্ধি হয় 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হলে। এখানে সঠিক হবে কেবল অভ্যন্তরীণ।
অশ্রুজল	'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই 'চোখের জল' বোঝায়।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
আঙ্গিক	'আঙ্গিক' শব্দটির অর্থ : অঙ্গ সম্বন্ধীয়। তাই 'কলাকৌশল' অর্থে 'আঙ্গিক' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
আতিথেয়তা/ আতিথ্য	দুটো শব্দই বিশেষ্য, তবে অর্থের পার্থক্য আছে। আতিথেয়তা অর্থ সেবাপরায়ণতা (Hospitality) আর আতিথ্য অর্থ অতিথি সৎকার (Being a Host)। শব্দ দুটো ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে। যেমন : আমি তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম; আমি তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ। একটির পরিবর্তে আরেকটির ব্যবহার করা হলেই তা অপপ্রয়োগ হবে।
আন্তর্জাতিক	আন্তর্জাতিক শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'জাতির অন্তর্গত' বা জাতির অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কিত। এজন্য অনেকে মনে করেন, International, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জাতিসম্বন্ধীয় অর্থে 'আন্তর্জাতিক' শব্দটির ব্যবহার শুদ্ধ নয়। কিন্তু এই মতবাদটি ভুল। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানমতে, সংস্কৃত 'আন্তর্জাতিক (অন্তর্জাতি + ইক)' শব্দের অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় (International)। যেমন : জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক [বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় (Internationa)] সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ। একই অভিধানমতে, বাংলায় আন্তর্জাতিক শব্দটির অর্থ 'সার্বরাষ্ট্রিক'। যেমন : জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং International, বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে আন্তর্জাতিক শব্দের ব্যবহার শুদ্ধ প্রমিত।
আভাষ/আভাস	দুটো শব্দই বিশেষ্য, তবে অর্থের পার্থক্য আছে। আভাষ শব্দের অর্থ ভূমিকা/মুখবন্ধ। আর আভাস অর্থ ইঙ্গিত/অস্পষ্ট প্রকাশ। শব্দ দুটো ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে। যেমন : আমি ধ্রুব বইয়ের জন্য আভাষ (মুখবন্ধ) লিখলাম। আজ রেডিয়োতে ঝড়ের আভাস (ইঙ্গিত) পেলাম। একটির পরিবর্তে আরেকটির ব্যবহার করা হলেই তা অপপ্রয়োগ।
আরোগ্য	অনেকদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি আরোগ্য হলেন – বাক্যটি ভুল। আরোগ্য হলেন হবে না; আরোগ্য লাভ করা হয়। তাই সঠিক বাক্য হবে – অনেকদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
আশঙ্কা/সম্ভাবনা	'আগামীকাল বজ্রসহ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে'– আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটি ঠিক মনে হলেও ব্যাকরণিকভাবে এটা ভুল। 'সম্ভাবনা' বসে Positive অর্থে আর Negative অর্থে বসে 'আশঙ্কা'। ঠিক বাক্য হবে– আগামীকাল বজ্রসহ হালকা বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।
আয়ত্তাধীন	বহুল প্রচলিত একটি ভুল বাক্য হলো – বিষয়টি আমার আয়ত্তাধীন নয়। কিন্তু 'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই হচ্ছে 'অধীন'। তাই শুদ্ধ বাক্যটি হবে – বিষয়টি আমার অধীন নয়/বিষয়টি আমার আয়ত্তে নেই।
ইদ/ঈদ	বাংলা একাডেমি 'ইদ' ও 'ঈদ' দুটো শব্দই অভিধানে রেখেছে। যদি ও শুধু অভিধানভুক্তি কোনো শব্দের শুদ্ধতার একমাত্র পরিচায়ক নয়। প্রমিত বানানের নিয়মানুযায়ী বিদেশি শব্দে হ্রস্ব ই-কার বসবে। যেহেতু 'ইদ' আরবি শব্দ তাই এখানে 'হ্রস্ব ই-কার' হওয়া উচিত। কিন্তু 'ঈদ' বহুল প্রচলিত এবং এ কারণে চোখ সওয়া হয়ে গিয়েছে। অধিকন্তু বহুল প্রচলনের কারণে যদি বিদেশি শব্দ 'চীন'-এ দীর্ঘ ঈ-কার মেনে নেওয়া যায়, তো 'ঈদ' শব্দেও দীর্ঘ ঈ-কার মেনে নেওয়া সমীচীন– অনেকে এমন যুক্তি দিয়ে থাকে। যদিও প্রমিত বাংলায় 'ইদ' লেখা বিধেয়। তবে বিদেশি শব্দ হলেও অনেকে 'ঈদ'-ই লিখে।
ইদানীংকাল	'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
উদ্দেশ/উদ্দেশ্য	খোঁজ, লক্ষ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে 'উদ্দেশ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। অভিপ্রায়, মতলব বা প্রয়োজন বোঝাতে 'উদ্দেশ্য' ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ : (১) শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদ মিনার। (২) তিনি বাড়ির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলেন।
উপরোক্ত/ উপর্যুক্ত	উপরোক্ত নিয়মগুলোর পর্যালোচনা করে বলা যায় যে 'উপরোক্ত' বানানটি ভুল। সঠিক বানান হবে উপর্যুক্ত। এটি সন্ধিঘটিত ভুল। 'পরি' উপসর্গের পর 'ই' ও 'ঈ' ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'পরি' শব্দের রি এবং পরবর্তী স্বর মিলে 'র্য' হয়। যেমন : পরি + আয় = পর্যায়, পরি + অন্ত = পর্যন্ত, উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত, উপরি + উপরি = উপর্যুপরি ইত্যাদি।
উর্বরা শক্তি/ উর্বরতা শক্তি	'উর্বরা শক্তি' কথাটার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ভূমি 'উর্বরা শক্তি' নয়। তাই 'উর্বরা শক্তি'র পরিবর্তে 'উর্বরতা শক্তি' কথাটার প্রয়োগই যথার্থ।

CamScanner

উল্লেখিত/ উল্লিখিত	বাংলা ব্যাকরণের নিয়মনুসারে উপরে যা লেখা হয়েছে সে অর্থ প্রকাশে 'উল্লেখিত' শব্দটি অশুদ্ধ। উৎ + লিখিত = উল্লিখিত, 'উল্লেখিত' নয়। 'উৎ' মানে উপরে বা আগে এবং লিখিত মানে 'যা লেখা হয়েছে।' অতএব 'উল্লিখিত' শব্দের অর্থ 'উপরে লিখিত। 'উল্লেখিত' শব্দটি অনেকে 'উল্লেখ করা হয়েছে অর্থ প্রকাশে প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু 'যা উপরে/পূর্বে লেখা হয়েছে এবং যা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থের দিক থেকে এ দুয়ের বিস্তর ব্যবধান আছে। যে অর্থে 'উল্লেখিত' ব্যবহার করা হয় তা শুদ্ধ নয়। লিখতে হবে 'উল্লিখিত' 'উল্লেখিত' নয়।
এতদ্বারা/ এতদ্দ্বারা	অনেকে লেখে : এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ...। এত্ + দ্বারা = এতদ্বারা। 'এত্ (এত)' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত, বিশাল বা বেশি পরিমাণ। সুতরাং 'এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে' শব্দের অর্থ হচ্ছে : অতিরিক্ত দ্বারা, বিশাল দ্বারা বা বেশি পরিমাণ দ্বারা জানানো যাচ্ছে। অনেকে 'এটির দ্বারা /ইহার দ্বারা/এর দ্বারা জানানো যাচ্ছে' অর্থ বোঝাতে লেখে এতদ্বারা। এটি শুধু ভুল নয়; মারাত্মক ভুল। অন্যদিকে, এতদ্ (ৎ) + দ্বারা = এতদ্দ্বারা। 'এতদ্' অর্থ এটি, ইহা বা এর। সুতরাং 'এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে' বাক্যের অর্থ হলো : এর দ্বারা, এটির দ্বারা, ইহার দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ... অতএব লিখতে হবে এতদ্দ্বারা। ভুলেও 'এতদ্বারা' লিখবে না। তেমনই এতদ্দ্বারা, যদ্দ্বারা শব্দ লিখতেও অনেকে ভুল করে বসে। কখনো এতদ্বারা বা যদ্বারা লিখবে না, লিখবে এতদ্দ্বারা ও যদ্দ্বারা।
কর্তৃপক্ষগণ	কর্তৃপক্ষ একটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ। এর পরে আবার বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ 'গণ' ব্যবহার করা হলে তা ভুল হবে।
কাব্যগ্রন্থ	'কাব্য' মানে কবিতার বই। গ্রন্থ মানে বই। সুতরাং 'কাব্য' শব্দের শেষে 'গ্রন্থ' যোগ করা ভুল। 'কাব্য' শব্দের সঙ্গে 'বই' যোগ করলে অর্থ হয় 'কবিতার বই'। এটি একটি হাস্যকর বাগ্ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' একটি কাব্য, কাব্যগ্রন্থ নয়। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' একটি কাব্য, কাব্যগ্রন্থ নয়।
কৃচ্ছ্র/কৃচ্ছ্রতা	'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ : শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ্র' শব্দের সাথে 'তা' প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছ্রতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
কৃতি/ কৃতী	'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ : কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ : কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থে 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
কেবলমাত্র/ শুধুমাত্র	যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে সেখানে 'কেবলমাত্র' বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
খাঁটি গরুর দুধ	কথাটি প্রচলিত থাকলেও তা অশুদ্ধ। শুদ্ধ রূপ হলো- গরুর খাঁটি দুধ।
গড্ডলিকা প্রবাহ	গড্ডল = মেষ, ভেড়া গাড়ল। গড্ডল + ইক + আ = গড্ডলিকা; অর্থ : ১. এক মেষের অনুবর্তী মেষদল) কাঁচা ভাষায় : ভেড়া/ ভেড়ির পিছনে ভেড়া/ ভেড়ির পাল)। ২. মেষপালের অগ্রবর্তিনী ভেড়ি (!) গড্ডলিকা প্রবাহের সরলার্থ হচ্ছে ভেড়ার পালের মতো অনুসরণ বা ভালোমন্দ না-বুঝে অন্ধ অনুকরণ। বাঙালিদের মধ্যে এমন হুজুগ প্রায়শ দেখা যায়। এটি একটি বাগ্ধারা। অনেকে লেখে 'গড্ডলিকা প্রবাহ', এটি ভুল ও হাস্যকর। অনেক ব্যাকরণ বইয়েও গড্ডালিকা লেখা আছে। এটি মারাত্মক কষ্টের। যাই হোক, 'গড্ডালিক প্রবাহ' না লিখে লিখতে হবে 'গড্ডলিকা প্রবাহ'।
জন্মজয়ন্তী	'জয়ন্তী' শব্দের অর্থ জন্মোৎসব, কোনো ব্যক্তির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসব। শিক্ষার আলোকবঞ্চিত কোনো ব্যক্তি যদি হাসপাতালে তার আত্মীয়কে দেখে এসে বলেন, 'হাসপাতালে গিয়েছিলাম, আসার সময় রোগীকে ফলফ্রুট দিয়ে এলাম' – এক্ষেত্রে 'ফলফ্রুটে'র ক্ষেত্রে যেমন অপপ্রয়োগ ঘটে, তেমনি অপপ্রয়োগ হয় 'জন্মজয়ন্তী'র ক্ষেত্রেও। অতএব, রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মজয়ন্তী না বলে বলা উচিত 'রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জয়ন্তী'।
জন্মবার্ষিক/ বার্ষিকী	বার্ষিক [স. বর্ষ + ইক] বাৎসরিক; বছরসংক্রান্ত। প্রতিবছর অনুষ্ঠেয় অর্থে জন্মবার্ষিকী শব্দটির প্রচলন ভুল। কেননা, বছরে সুতরাং জন্মবার্ষিকী না লিখে জন্মবার্ষিক লেখা সমীচীন। যেমন : জন্মবার্ষিক, প্রতিষ্ঠাতাবার্ষিক।
জবাবদিহি/ জবাবদিহিতা	'জবাবদিহি' শব্দটি নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশেষ্যপদ যার অর্থ হচ্ছে কৈফিয়ত। শব্দটির সঙ্গে অযথা 'তা-' প্রত্যয় যোগ করে 'জবাবদিহিতা' নামের আরেকটি বিশেষ্যপদ তৈরি করা অনাবশ্যক। এটি বাহুল্য, যা শব্দের অর্থকে সংশয়পূর্ণ করে তোলে। অতএব যে অর্থে 'জবাবদিহিতা' লেখা হয় সে অর্থে লিখতে হবে 'জবাবদিহি'।
জয়জয়কার/ জয়জয়াকার	'জয়জয়াকার' শব্দটি আঞ্চলিক; এর রীতিসিদ্ধ রূপ 'জয়জয়কার'। শব্দটির অর্থ সবার মুখে জয়ধ্বনি, জয়োল্লাসের ধ্বনি।

জাতীয়করণ	জাতীয়করণ শব্দের অর্থ জাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ; সরকারের তত্ত্বাবধানে আনা নয়। অথচ কোনো কিছু সরকারি করা হলে বলা হয় – জাতীয়করণ করা হয়েছে। শুনতে বেখাপ্পা লাগলেও এখানে সঠিক শব্দ হবে – সরকারিকরণ।
জ্ঞাতার্থে	'জ্ঞাতার্থে' শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও ব্যাকরণসম্মত নয়। জ্ঞাত + অর্থে = জ্ঞাতার্থে; এভাবে নিষ্পন্ন হলে শব্দটি অর্থহীন হয়ে যায়। অতএব 'জ্ঞাতার্থে' অশুদ্ধ শব্দ। এমন অর্থহীন– অশুদ্ধ শব্দ লেখা সমীচীন নয়। তৎপরিবর্তে লেখা উচিত : অবগতির জন্য।
ঝরনা/ঝরণা/ ঝর্ণা	যার জল ঝরে পড়ে তা-ই ঝরনা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নয় এটি। তাই ঝরণা বা ঝর্ণা লেখা অনুচিত।
তাপদাহ	'তাপ' শব্দটির অর্থ : উষ্ণতা, উত্তাপ বা দাহ। 'তাপদাহ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'দাহদাহ'। তাপদাহ শব্দটির বহুল ব্যবহার থাকলেও শব্দটির শুদ্ধ রূপ হলো 'দাবদাহ'। যার অর্থ- দাবানলের তাপ।
তৈরি/তৈরী	'তৈয়ার' থেকে তৈরি। 'তৈরি' বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয়রূপে ব্যবহার হতে পারে। যেমন : মা আমাদের জন্য সেমাই তৈরি করছেন। অন্যদিকে 'তৈয়ারী' থেকে 'তৈরী। 'তৈরী' বিশেষণ পদ। প্রয়োগঃ জাপানের তৈরী গাড়ি বাংলাদেশে প্রচুর পাওয়া যায়।
দাহ্যশক্তি/ দাহিকা শক্তি	দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ : যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'।
ধূমপান নিষিদ্ধ	ইংরেজি Smoking is Prohibited– এর বাংলা অর্থ হিসেবে কেউ কেউ বলেন, 'ধূমপান নিষেধ', যেখানে 'নিষেধ' শব্দটি অপপ্রয়োগ। এই মতামতটি ব্যাকরণমতে আদৌ ঠিক নয়। এক্ষেত্রে 'নিষেধ' ও 'নিষিদ্ধ' দুটোই শুদ্ধ ও প্রমিত। বরং 'নিষেধ' শব্দটি যেমন বহুল প্রচলিত তেমনি ব্যাকরণগতভাবেও শুদ্ধ। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান [প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬] গ্রন্থে 'নিষেধ' শব্দটি বিশেষ্য এবং 'নিষিদ্ধ' শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। সে হিসেবে 'ধূমপান নিষেধ' ও 'ধূমপান নিষিদ্ধ' দুটো প্রকাশভঙ্গিই শুদ্ধ।
নেত্রীবর্গ/ নেতৃবর্গ	'নেত্রীবর্গ' ও 'নেতৃবর্গ' শব্দ দুটো সমোচ্চারিত কিন্তু বানান ও অর্থ ভিন্ন। 'নেত্রীবর্গ' শব্দের অর্থ মহিলা নেতারা। অন্যদিকে 'নেতৃবর্গ' শব্দের অর্থ নেতারা (পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে)। তেমনই 'অভিনেত্রীবর্গ' মানে মহিলা অভিনেতাবৃন্দ কিন্তু 'অভিনেতৃবর্গ' অর্থ সব অভিনেতা ও অভিনেত্রী।
পদক্ষেপ	'পদক্ষেপ' শব্দের অর্থ : পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে 'পদক্ষেপ' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
পরিবার/ পরিবারবর্গ	অনেকে লেখে পরিবারবর্গ। বলে : 'তিনি পরিবারবর্গ নিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন।' 'পরিবার' শব্দের অর্থ 'সংসারের সদস্যবৃন্দ'। সুতরাং 'পরিবার' শব্দের সঙ্গে 'বর্গ' যোগ করলে হয় 'পরিবারের সদস্যবৃন্দবর্গ' অতএব 'পরিবারবর্গ' লেখা উচিত নয়। অবশ্য পরিবার নিজে বহুবচন নয়। দাওয়াতপত্রে যদি লেখা হয়- রজব আলী ও পরিবারবর্গ সেটি ভুল। ইংরেজিতে Mr. Rajab Ali and Family লেখা হয়; Families লেখা হয় না। তাই পরিবার নিয়ে আসার জন্য কাউকে দাওয়াত করতে হলে পরিবারবর্গ নিয়ে আসার জন্য দাওয়াত করা সমীচীন নয়।
পূর্বাহ্নে	'পূর্বাহ্ণ' শব্দের অর্থ : দিনের প্রথম ভাগ। অনেকেই পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ণ' শব্দটির ব্যবহার করে যা অপপ্রয়োগ।
প্রচার/প্রচারণা	'প্রচার' ও 'প্রচারণা' শব্দে অর্থ অভিন্ন হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্য ঘটনা বা আদর্শ কিংবা কল্যাণকর কোনো কিছু জনসাধারণের গোচরে আনা হচ্ছে প্রচার। যেমন– 'গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।' পক্ষান্তরে, অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে জনসাধারণের কাছে মিথ্যা, অকল্যাণকর কিংবা অশুভ কিছু প্রকাশ বা প্রচার করা হচ্ছে 'প্রচারণা'। প্রচার ক্যাণমূলক, গঠনমূলক কিন্তু প্রচারণা অকল্যাণকর।
প্রথম/অতিপ্রথম/ সর্বপ্রথম	'প্রথম' শব্দের সাথে কোনো তুলনামূলক শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না। এজন্য শব্দটি থেকে 'অতি' ও 'সর্ব' বাদ যাবে।
প্রস্তাব/ প্রস্তাবনা	'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবনা' শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'আলোচ্য বিষয়' ও 'ভূমিকা'। তাই 'প্রস্তাব' অর্থে 'প্রস্তাবনা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
প্রাক্তন ছাত্র	'তিনি ছিলেন এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।' বাক্যটি ভুল। প্রাক্তন শব্দটি অতীত নির্দেশক পদ। অতএব প্রাক্তন শব্দের সঙ্গে অহেতুক আর একটি অতীত নির্দেশক পদ (ছিলেন) ব্যবহার করা উচিত নয়।
প্রেক্ষিত/ পরিপ্রেক্ষিত	'প্রেক্ষিত' শব্দটি এসেছে 'প্রেক্ষণ' থেকে, যার অর্থ : দৃষ্টি। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'প্রেক্ষিত'- এর অর্থ : দেখা হয়েছে এমন (অর্থাৎ দৃষ্ট)। তাই 'প্রেক্ষাপট' বা 'পটভূমি' অর্থে 'প্রেক্ষিত' শব্দের ব্যবহার ভুল প্রয়োগ।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

…শ্রুতি	'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা বোঝায়। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
…পাত/ …পাথ	ফুটপাত বা ফুটপাথ বাংলা শব্দ নয়, ইংরেজি footpath এর প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। একটি শব্দের অর্ধেক ইংরেজি ও অর্ধেক বাংলা স্বাভাবিক নয়। তাই 'ফুটপাথ' শব্দটি লেখা উচিত।
…সুদ্ধ	মালসহ, মালসুদ্ধ বা মালসমেত অর্থে 'বমালসুদ্ধ' শব্দটির ব্যবহার বাহুল্য দোষে দুষ্ট। কারণ 'বমাল' শব্দের অর্থ মালসহ বা মালসমেত। অর্থাৎ 'বমালসুদ্ধ' এর অর্থ দাঁড়ায় 'মালসহসুদ্ধ'। সুতরাং 'বমালসুদ্ধ' না লিখে বা না বলে বমাল/মালসহ এর ব্যবহার করাই শ্রেয়।
[illegible]	বহুল শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দের শেষে আলাদা বসে। যেমন : বহুল পরিচিত, বহুল পরিমাণ, বহুল কথিত ইত্যাদি। শব্দটি লেখার ক্ষেত্রে তাই ভালোভাবে লক্ষ রাখতে হবে।
…লি/বাঙালী/ …লী/বাঙ্গালি	বাঙালি/বাঙালী/বাঙ্গালী/বাঙ্গালি– চার রকম বানান দেখা যায়। প্রমিত বানান রীতি অনুযায়ী শুদ্ধ হচ্ছে : বাঙালি (বাঙ + আলি = বাঙালি)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও 'বাঙালি' লেখা হয়েছে।
…গত	'বাধ্য' বিশেষণবাচক শব্দের অর্থ : 'অনুগত'। এক্ষেত্রে 'গত' শব্দ যোগ করে 'বাধ্যগত' ব্যবহার অশুদ্ধ। 'আপনার বাধ্যগত'- এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'আপনার অনুগত'।
…র্ষিক/ …র্ষিকী	বার্ষিক [স. বর্ষ + ইক] বাৎসরিক; বছরসংক্রান্ত। প্রতিবছর অনুষ্ঠেয় বা প্রতিবছর দেয় অর্থে বার্ষিকী শব্দটির প্রচলন ভুল। তাই বার্ষিকী না লিখে বার্ষিক লেখায় যুক্তিযুক্ত। যেমন : বার্ষিক পরীক্ষা; বার্ষিক চাঁদা; জন্ম শতবার্ষিক। উল্লেখ্য, কখনো বার্ষিকী পরীক্ষা হয় না বা হবে না।
…বিধ প্রকার	বিবিধ প্রকার বই পড়ে তথ্যটি জানতে পারলাম – বাক্যটি ভুল। কারণ 'বিবিধ' ও 'প্রকার' একই অর্থ প্রকাশ করে। তাই সঠিক বাক্য হবে – বিবিধ বই পড়ে তথ্যটি জানতে পারলাম।
…ষয়/প্রসঙ্গ	দরখাস্ত লেখার ক্ষেত্রে লেখা হয় – 'বিষয় : বেতন মওকুফ প্রসঙ্গে'। এক্ষেত্রে বাক্যটি ভুল। কারণ বিষয় ও প্রসঙ্গ একই অর্থবোধক শব্দ। সঠিক রূপ হবে – 'বিষয় : বেতন ভাতা মঞ্জুরি'। অর্থাৎ যেখানে 'বিষয়' আছে সেখানে 'প্রসঙ্গ' শব্দটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
…শেষ	বিশেষ শব্দটি দিয়ে 'অবস্থা/ভেদ' বুঝালে পূর্ববর্তী শব্দের সাথে একসাথে বসে। যেমন : অবস্থাবিশেষ, ইতরবিশেষ, গ্রন্থবিশেষ, দর্শনবিশেষ ইত্যাদি। তবে বিশেষ শব্দটি 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হলে পরবর্তী শব্দের সাথে আলাদা বসে। যেমন : বিশেষ অবস্থা, বিশেষ গ্রন্থ ইত্যাদি।
…ষাক্ত/ বিষধর	'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ : 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত সাপ' প্রয়োগ অশোভন। অর্থাৎ শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।
…শি/বেশী	'বেশি' ও 'বেশী' শব্দ দুটি উচ্চারণে অভিন্ন হলেও ভিন্ন অর্থদ্যোতক। 'বেশি' [ফারসি] শব্দের অর্থ অধিক, খুব, অনেক। পক্ষান্তরে 'বেশী' শব্দের অর্থ বেশধারী (ভদ্রবেশী)। অনেকেই শব্দ দুটোর অর্থকে গুলিয়ে ফেলে। সুতরাং অনেক বা অধিক বোঝাতে বেশী শব্দের ব্যবহার এবং বেশধারী অর্থে বেশি শব্দের ব্যবহার ভুল।
…দেহী/ বিদেহী	'বিদেহ' শব্দ দ্বারা দেহশূন্য বা অশরীরী বোঝায়। 'বিদেহ' বিশেষণবাচক শব্দের সঙ্গে ঈ- প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয়েছে। দুটো শব্দের ব্যবহারই অপপ্রয়োগ।
…পী	ব্যাপী শব্দটি বিশেষণ হলেও সাধারণত সমাসবদ্ধ পদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে তা পূর্ববর্তী শব্দের সাথে একসাথে বসে। যেমন : জীবনব্যাপী, দিনব্যাপী, মাসব্যাপী, বছরব্যাপী ইত্যাদি।
…ল/ভালো, …ল/কালো	'ভাল' (উচ্চারণ : ভাল্) শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ forehead, brow, fate ইত্যাদি। 'ভালো/ভাল' শব্দদ্বয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ good, fair, excellent. ভালো শব্দটি 'ভাল' হিসেবেও লেখা হয়। যেহেতু দুটো বানানে পার্থক্য আছে সেহেতু good বলতে 'ভালো' লেখা বিধেয়। শুভ অর্থে 'ভাল' লেখা ভুল। তেমনই black অর্থে 'কালো', আর yesterday/time বা সময় অর্থে 'কাল' লিখতে হবে।
…ষাভাষী	ভাষা ব্যবহারকারী বোঝাতে ভাষীই যথেষ্ট। 'ভাষী' অর্থে 'ভাষাভাষী' শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
…মাস/ মধুফল	'মধুমাস' শব্দের অর্থ : চৈত্র মাস। বর্তমানে 'জ্যৈষ্ঠের আম, জাম, লিচু ও অন্যান্য ফলকে বলা হচ্ছে মধুফল। এ প্রয়োগও শুদ্ধ নয়। মধুফল বলে প্রকৃতপক্ষে কোনো মাস নেই।

মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব, স্বামীর স্বামিত্ব	'মন্ত্রী, মন্ত্রীরা ও মন্ত্রীদের' শব্দে 'দীর্ঘ ঈ-কার' কিন্তু 'মন্ত্রিত্ব মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিমণ্ডল' ইত্যাদি শব্দে হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হয়। স্বামী শব্দে 'ঈ-কার' কিন্তু স্বামিত্ব শব্দে হ্রস্ব ই-কার'। অনুরূপভাবে, স্থায়ী কিন্তু স্থায়িত্ব : দায়ী কিন্তু দায়িত্ব, সহযোগী কিন্তু সহযোগিতা, সহকারী কিন্তু সহকারিতা।
মহা	মহা শব্দটি দিয়ে 'খুব বেশি' বুঝালে পরবর্তী শব্দের সাথে আলাদা বসে। যেমন : মহা কুঁড়ে, মহা চালাক, মহা জ্ঞানী, মহা পাপী ইত্যাদি। তবে মহা শব্দটি 'মহৎ বা মহান' অর্থে ব্যবহৃত হলে পরবর্তী শব্দের সাথে একসাথে বসে। যেমন : মহাকবি, মহাজন, মহামানুষ ইত্যাদি।
মহাজ্ঞানী/ মহা পাপী	'মহা' শব্দটি ভালো, উত্তম কিংবা মহান অর্থে ব্যবহৃত হলে সংশ্লিষ্ট পদের সঙ্গে সেঁটে বসে। যেমন– মহানবি, মহাপুরুষ মহাজ্ঞানী, মহামানব, মহানুভব প্রভৃতি। 'মহা' শব্দটি বিরাট কিংবা প্রচণ্ড, খারাপ বা বিকট অর্থে ব্যবহৃত হলে পৃথক বসে। যেমন– মহা লুচ্চা, মহা পাপী, মহা বোকা, মহা জালিম, মহা দিগি, মহা শয়তান ইত্যাদি।
রুগ্‌ণ হবে, রুগ্ন নয়	অসুস্থ বা পীড়িত অর্থে অনেকে 'রুগ্ন(রুগ্‌ণ)' বানানের উদ্ভট একটি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অথচ 'রুগ্ন' বানানের কোনো শব্দ বাংলা অভিধানে নেই। কারণ, গ + ন = গ্ন– যেমন অগ্নি; গ-এর সঙ্গে ণ যুক্ত হতে পারে না, সেজন্য ণ পৃথক লিখতে হয়। অসুস্থ বা পীড়িত শব্দের অর্থ 'রুগ্‌ণ', যা মূর্ধন্য-ণ দিয়ে লেখা হয়।
লক্ষ/লক্ষ্য	'লক্ষ' ও 'লক্ষ্য' দুটো পৃথক শব্দ। অঙ্ক বা সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বদা 'লক্ষ' বসবে। যেমন– আমার দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আবার 'খেয়াল রাখা' প্রকাশেও 'লক্ষ' ব্যবহার করা হয়। প্রয়োগ : শিশুটির প্রতি লক্ষ রেখো। অন্যভাবে বলা যায়, বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হলে 'লক্ষ' বানানে 'য-ফলা' ব্যবহার করতে হয় কিন্তু ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'য-ফলা' ব্যবহার বিধেয় নয়।
শায়িত/শয়ান	শায়িত শব্দের অর্থ 'শয়ন করানো হয়েছে এমন'। যিনি নিজে শুয়ে আছেন তাকে 'শয়ান' বলা হয়। শুয়ে আছেন অর্থে শায়িত শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হলেও ভুল। যেমন : হিমেল বিছানায় শায়িত আছে। সঠিক বাক্যটি হবে – হিমেল বিছানায় শয়ান আছে।
শিস/শিশ/শিষ	প্রথম শিস এর অর্থ ঠোঁটের সাহায্যে তৈরি শব্দ; দ্বিতীয় শিশ অর্থ কাঁচ (শিশমহল); তৃতীয় শিষ এর অর্থ শীর্ষ বা চূড়া। তিনটি বানানই শুদ্ধ তবে তিনটি শব্দের অর্থ ভিন্ন হওয়ায় একটির জায়গায় অন্যটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
স/স্ব	'স' এর অর্থ সাথে আর 'স্ব' এর অর্থ নিজ। এই দুই স-এর ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারিতা করলে বাক্য ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন : আপনি স্বপরিবারে নিমন্ত্রিত – প্রচলিত হলেও বাক্যটি ভুল। এখানে 'স্বপরিবার' বলতে বোঝানো হয়েছে নিজ পরিবার; তার মানে আপনি নিজ পরিবারে আমন্ত্রিত। তাই সঠিক বাক্য হবে – আপনি সপরিবারে নিমন্ত্রিত। **[লক্ষণীয়– 'স' অর্থ সাথে অর্থাৎ সপরিবার অর্থ পরিবারের সাথে। তাই সপরিবার শব্দটির সাথে 'এ-কার' যোগ করলে তা ভুল হবে।]**
সঠিক	'সঠিক' শব্দটি দ্বারা বোঝায় ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি 'ঠিক' দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় তাহলে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
সনদ/সনদপত্র	'সনদ' অর্থ উপাধিপত্র (Certificate) বা বিশেষ প্রত্যয়নপত্র। সুতরাং 'সনদপত্র' অর্থ Certificate letter। অতএব 'সনদ' অর্থে 'সনদপত্র' লেখা ঠিক নয়। অযথা দ্বিরুক্তি বিধেয় নয়, এটি বাহুল্য। প্রয়োগ : 'রাজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণ করলেন।' এখানে 'সনদ' শব্দের পরিবর্তে 'সনদপত্র' লেখা সমীচীন হতো না।
স্বপক্ষ, সপক্ষ	'স্ব' মানে নিজ, 'পক্ষ' মানে দল। অতএব 'স্বপক্ষ' মানে 'নিজ দল'। প্রয়োগ : আমরা বিজ্ঞানের স্বপক্ষে। কিন্তু 'সপক্ষ' মানে স্বপক্ষের (অর্থাৎ নিজের পক্ষের) অনুকূল কোনো দল। প্রয়োগ : এ মুহূর্তে জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের সপক্ষে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন।
স্বাগত/স্বাগতম	'স্বাগত' শব্দের অর্থ– শুভাগত, খোশ আমদেদ। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ welcome। এর অন্য একটি অর্থ– অভ্যর্থিত অতিথি। শব্দটির বিশ্লেষণ : সু + আগত = স্বাগত। 'স্বাগত' শব্দ দিয়ে আগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা বা স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হয়। প্রয়োগ : শুবাচে আপনাকে স্বাগত। অনেকে 'স্বাগত' অর্থে 'স্বাগতম' শব্দ ব্যবহার করেন। welcome বা খোশ আমদেদ অর্থে 'স্বাগতম' লেখা বা বলা বিধেয় নয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

সর্বজনীন/ সার্বজনীন	'সর্বজনীন' ও 'সার্বজনীন' উভয় শব্দ শুদ্ধ কিন্তু অর্থ ভিন্ন। তাই দুটো শব্দকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা আদৌ সমীচীন নয়। অনেকে 'সর্বজনীন' অর্থে 'সার্বজনীন' লিখে থাকে। শব্দ দুটোর আভিধানিক অর্থ না-জানার জন্য এমন ভুল হয়। 'সর্বজনীন শব্দের অর্থ 'সকলের মঙ্গল বা সবার হিত বা কল্যাণ বা সকলের জন্য কৃত বা সকলের জন্য উদ্দিষ্ট'। যেমন- 'মানবাধিকার সর্বজনীন অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।' অন্যদিকে, 'সার্বজনীন' শব্দের অর্থ 'সবার মধ্যে প্রবীণ বা সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ'। যেমন- 'নেলসন মেন্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার একজন সার্বজনীন নেতা।' 'বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু একজন সার্বজনীন নেতা'। সুতরাং 'সবার হিতের জন্য' অর্থে 'সকলের মধ্যে প্রবীণ বা সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলা বিধেয় নয়। অনেকে মনে করেন 'সার্বজনীন শব্দটি ভুল কিন্তু এটি ভুল নয়। তবে 'সর্বজনীন' অর্থে 'সার্বজনীন' শব্দের ব্যবহার সমীচীন নয়।
সমসাময়িক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক	অর্থ হতে আর্থিক, বর্ষ হতে বার্ষিক, সময় হতে সাময়িক এবং সমসময় হতে সমসাময়িক। অতএব সমসাময়িক শব্দটি ভুল। তেমনই অর্থনীতি হতে আর্থনীতিক, রাজনীতি হতে রাজনীতিক, কূটনীতি হতে কূটনীতিক। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ইত্যাদি বহুল প্রচলিত হলেও ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ বহুল প্রচলিত এ ভুলগুলো আমাদের মনে এমনভাবে গেঁথে আছে যে, শুদ্ধটাকে ভুল মনে হয়। কেউ বারবার ভুল করলে শুদ্ধে ফিরে যেতে কষ্ট হয়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবার চেষ্টা করা সমীচীন। আর একটা বিষয়- রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নীতির সঙ্গে জড়িত। সে বিবেচনাতেও রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক লেখা বিধেয় বলে মনে হয় না। তবে এখন প্রায় সবাই এসব ক্ষেত্রে নীতিকে নৈতিকতা দিয়ে প্রকাশ করছে।
সুমন/সুমনা	সুমন/সুমনা অনেকে 'সুমন' শব্দকে পুংলিঙ্গ-জ্ঞাপক আর 'সুমনা' শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ-জ্ঞাপক শব্দ মনে করে। শিশুর নাম রাখার ক্ষেত্রে এটি প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা উল্টো। 'সুমন' শব্দের অর্থ ফুল। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ-জ্ঞাপক। অন্যদিকে, 'সুমনা' শব্দের অর্থ জ্ঞানী, দেবতা প্রভৃতি। এটি পুংলিঙ্গ-জ্ঞাপক।
সমৃদ্ধশালী	বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ – বহুল প্রচলিত হলেও বাক্যটি ভুল। মনে রাখতে হবে, শালী/শীল প্রত্যয় যুক্ত হয় সবসময় বিশেষ্যের সাথে। যেমন : শক্তি/বিত্ত/সম্পদ – এগুলো বিশেষ্য পদ। এখন এগুলোর সাথে 'শালী' প্রত্যয় যোগ করলে হবে – শক্তিশালী/বিত্তশালী/সম্পদশালী যা বিশেষণ পদ। এখন 'সমৃদ্ধ' শব্দটিই তো একটা বিশেষণ যার বিশেষ্য রূপ 'সমৃদ্ধি'। তাই 'সমৃদ্ধ' শব্দটির সাথে 'শালী' যোগ করে পুনরায় তাকে বিশেষণ করার চেষ্টা করাটা অপপ্রয়োগ। সঠিক রূপ হবে – বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ।
সহসা	'সহসা' শব্দের অর্থ : হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিত। তাই 'শিগগির' অর্থে 'সহসা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
সহানুভূতি/ সহানুভূতির সাথে	সহ + অনুভূতি = সহানুভূতি। 'সহানুভূতি' শব্দের সঙ্গে 'সহ, সঙ্গে বা সাথে' বিদ্যমান। সহানুভূতির অর্থ হলো 'অন্যের দুঃখ- বেদনা- তার সঙ্গে সমান অনুভূতি'। তাহলে 'সহানুভূতির সঙ্গে/সাথে' বাগ্‌ভঙ্গির অর্থ হয় : 'অন্যের দুঃখ- বেদনায় তার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি'। সহানুভূতি শব্দের সঙ্গে পুনরায় সঙ্গে, সাথে বা সহিত যুক্ত করলে শব্দটির অর্থ অনর্থকভাবে হাস্যকর হয়ে ওঠে। অতএব, 'সহানুভূতি' শব্দের সঙ্গে পুনরায় সঙ্গে/সাথে যোগ করা সমীচীন নয়।
সাক্ষর/স্বাক্ষর	'স' অর্থ সঙ্গে, সাথে, সহিত, সম্পন্ন। সুতরাং 'স + অক্ষর = সাক্ষর; অর্থ : অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। সঙ্গে, সাথে বা সহিত বোঝানো হলে 'স' বসবে। যেমন : সপরিবারে (পরিবারের সঙ্গে), সস্ত্রীক (স্ত্রীর সঙ্গে)। অন্যদিকে 'স্ব' অর্থ নিজের, স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর। এর অর্থ : স্ব-সই অর্থাৎ নিজের সই। যেমন : স্বাধিকার (নিজের অধিকার), স্বকর্ণে (নিজ কর্ণে)। দলিলে সবাই স্বাক্ষর করেন, কেউ সাক্ষর করেন না।
সাম্প্রতিকাল	'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত অবস্থায় আছে। তাই 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
সূচি/সুচি/সুচ	'সূচি' অর্থ জ্ঞাপনী, নির্ঘণ্ট, পুস্তকের বিষয়-নির্দেশক পৃষ্ঠাঙ্কযুক্ত তালিকা। সূচিপত্র শুদ্ধ। কিন্তু সূচীপত্র অশুদ্ধ বা বর্জনীয়। তেমনই সুঁচ না হয়ে সূচ হবে। উল্লেখ্য, 'সুঁই' ও 'ছুঁচ' শব্দ দুটোতেই চন্দ্রবিন্দু দিতে হবে।

বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ

ক. বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল :

অনেক সময় বিশেষণ পদ নির্ধারক বহুবচনের কাজ করে। এ ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করার দরকার হয় না। যেমন : তিনজন লোক, একগাদা ফুল, ডালা ভরা সুপারি, অদ্ভুত সব কাণ্ড, সকল ছাত্র, অনেক দিন, বহু বছর, যাবতীয় প্রাণী, সমুদয় প্রশ্ন। এরকম ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করে 'তিনজন লোকেরা', 'একগাদা ফুলগুলো', 'সমুদয় প্রশ্নসমূহ', 'সকল ছাত্ররা' ইত্যাদি প্রয়োগ শুদ্ধ হয় না। এরকম-

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এ গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এ গ্রহের বাসিন্দা।
সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।	সকল দর্শককে স্বাগত জানাই
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

খ. যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল :

শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন : অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা) বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ। এরকম :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার/অনিবার্য।
তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত।

গ. বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল :

বাক্যে যেখানে বিশেষ্য ব্যবহার করতে হবে সেখানে বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে প্রয়োগ করায় এ ধরনের ভুল হয়। যেমন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।	দুর্বলতাবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।

ঘ. প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল :

প্রবাদ-প্রবচনের মর্মমূলে রয়েছে যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তাই যুগযুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূলের অর্থ বদলে দেয়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

ঙ. লিঙ্গ-সঙ্গতিজনিত ভুল :

বাংলা সাধু ভাষায় এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন :

অপপ্রয়োগ : বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
শুদ্ধ প্রয়োগ : বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
অপপ্রয়োগ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।
শুদ্ধ প্রয়োগ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে।

চ. যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল :

এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন : 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে 'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। আবার বিশেষণ ভেবে বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন : 'নিশ্চয়' বিশেষ্য, একে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ চলে না। এর বিশেষণ রূপ হবে 'নিশ্চিত'। যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগের কিছু সমস্যা এখানে দেখানো হলো :

CamScanner

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
আমাদের দেশ উন্নতশীল দেশ।	আমাদের দেশ উন্নতিশীল দেশ।
আপনার সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।	আপনার সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ আছে।
সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।	সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

বাচ্যজনিত ভুল :

কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও হওয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন :

কর্তৃবাচ্য : [সে] আমাকে অপমান করেছে।

কর্মবাচ্য : [তার দ্বারা] আমি অপমানিত হয়েছি।

এদিক থেকে 'আমি অপমান হয়েছি' বাক্যে 'অপমান' শব্দের প্রয়োগ ভুল। শুদ্ধ প্রয়োগ হবে অপমানিত। এরকম :

ভুল প্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।

জ. বিশেষণ-দ্বিত্বজনিত ভুল :

বিশেষণ শব্দের সঙ্গে পুনরায় বিভ্রান্তিবশত বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন : 'চিত্রিত' শব্দটি বিশেষণ, আবার 'সচিত্র' শব্দটিও বিশেষণ। দুটিকে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ভ্রমাত্মক ও অশুদ্ধ শব্দ সচিত্রিত। এ ধরনের অশুদ্ধ শব্দের উদাহরণ :

আবশ্যক (আবশ্যকীয় নয়)	লজ্জিত (সলজ্জিত নয়)
উদ্বেল (উদ্বেলিত নয়)	একত্র (একত্রিত নয়)
ঠিক (সঠিক নয়)	নিঃশেষ (নিঃশেষিত নয়)
ব্যাকুল (ব্যাকুলিত নয়)	সশঙ্ক (সশঙ্কিত নয়)

কতিপয় অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।
দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
আমরা আজ সবাই একত্রিত হয়েছি।	আজ আমরা সবাই একত্র হয়েছি।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।	বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্র।
আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়াছেন।	তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেট গেছেন।
তিনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	তিনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।	আমার এ কাজে সহযোগিতা নেই।
তিনি আরোগ্য হয়েছেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
ইহা প্রমাণ হয়েছে।	এটি প্রমাণিত হয়েছে।
নির্দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে কেন?	নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে কেন?
মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
হে ত্রিণয়নী আমাকে রক্ষা কর।	হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা কর।
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
দুরাবস্থা আকাঙ্খা লাভের অন্তরায়।	দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষা পূরণের অন্তরায়।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
নদীর জল হ্রাস হয়েছে।	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।
রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বিখ্যাত কাব্য।	'গীতাঞ্জলি' রবি ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্য।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
বুনো কচু বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
ভূল লিখিতে ভুল করিও না।	ভুল লিখিতে ভুল করিও না।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।	অস্তায়মান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।
দেশের নেতাদের দূরদুষ্টতা খুবই কম।	দেশের নেতাদের দূরদৃষ্টি খুবই কম।
আমার টাকার আবশ্যক নাই।	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
ঘূর্ণীয়মান বস্তু স্থিতি লাভ করে না।	ঘূর্ণ্যমান বস্তু স্থিতি লাভ করে না।
সে মনোকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।
কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।	কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
একটি গোপন পরামর্শ আছে।	একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।
সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।
হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম।	চরিত্রহীন লোক পশ্বধম।
আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।	আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
সে দুগ্ধফেণনিভ বিছানায় শুয়ে আছে।	সে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে।
মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশা এবং সুহাসিনী।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
তার সৌজন্যতা ভুলতে পারি না।	তার সৌজন্য ভুলতে পারি না।
সে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	সে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।
মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।
তিনি আরোগ্য হলেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
অনান্য পায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্নহইলাম।	অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।
মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত্ত ছিল।	তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।
পানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ।	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।
খেলা চলাকালীন সময়ে গোলমাল শুরু হলো।	খেলা চলার সময়ে গোলমাল শুরু হলো।
শিক্ষার উদ্দেশ্য মনের প্রসারতা বর্ধন।	শিক্ষার উদ্দেশ্য মানসিক প্রসারতা।
ঋষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে	ঋষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
রাঙামাটি পার্বতীয় এলাকা।	রাঙামাটি পার্বত্য এলাকা।
নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি?	নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি?
আমি সাতেও নেই সতেরোতেই নেই।	আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
আখের চারা বপন করা হলো।	আখের চারা রোপণ করা হলো।
যার লাঠি, তার ঘাঁটি।	যার লাঠি, তার মাটি
তার সুজনতায় মুগ্ধ হলাম।	তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।	আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
যুদ্ধ শেষ হইল।	যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি বাহুল্যদোষে দুষ্ট? [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
(ক) সকল ছাত্রগণ (খ) পাখীসব (গ) শিক্ষকমণ্ডলী (ঘ) গরুর শকট উ: (ক)

০২. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
(ক) অশ্রুজল (খ) বিভীষণ (গ) একত্রিত (ঘ) স্বস্তীক উ: (খ)

০৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? [ক ২২-২৩]
(ক) উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। (খ) এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
(গ) সব সভ্য এসেছেন। (ঘ) ইহার আবশ্যকতা নাই। উ: (ক)

০৪. নিচের কোন শব্দে বচনঘটিত অশুদ্ধি ঘটেছে? [ক ২২-২৩]
(ক) গুণীগণ (খ) বিদ্বান সমাজ
(গ) শিক্ষার্থীবৃন্দ (ঘ) বন্ধুগণেরা উ: (ঘ)

০৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [গ ২২-২৩]
(ক) কলেজ চলাকালীন সময়ে হর্ণ বাজানো নিষেধ।
(খ) কলেজ চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ।
(গ) কলেজ চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।
(ঘ) কলেজ সময়ে হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ। উ: (ঘ)

০৬. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [গ ২২-২৩]
(ক) কৃচ্ছ্র (খ) ভারসাম্যতা
(গ) সমৃদ্ধিশালী (ঘ) সখ্য উ: (খ)

০৭. সংস্কৃতিকে বলা যায় লাবন্য; কখনো ব্যাক্তির, কখনো নির্দিস্ট জাতীর। এ বাক্যে ভুল শব্দের সংখ্যা– [A : ২১-২২]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয় উ: (খ)

০৮. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [ক ১৯-২০]
(ক) পুনঃপুন (খ) ভোগলিক (গ) গ্রথিত (ঘ) প্রোথিত উ: (খ)

০৯. 'অংক করতে ভূল করও না' চলিত রীতির বাক্যটিতে অশুদ্ধ-সংখ্যা? [ক ১৮-১৯]
(ক) ২ টি (খ) ৩ টি (গ) ১ টি (ঘ) ৪ টি উ: (খ)

১০. অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়– [খ ১৮-১৯]
(ক) সুগন্ধফুল (খ) বিষাদ মণ্ডিত
(গ) সংযতবাক (ঘ) সুনীল আকাশ উ: (গ)

১১. কোনটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ? [পুন: ঘ ১৮-১৯]
(ক) একত্র (খ) অধীনস্থ (গ) চিন্তিত (ঘ) প্রত্যাশিত উ: (খ)

১২. কোন উপসর্গটি পরবর্তী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ক ১৮-১৯]
(ক) অভিষেক (খ) অবরোধ (গ) প্রদান (ঘ) অনুশীলন উ: (ঘ)

১৩. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [ঘ ১৬-১৭]
(ক) অশ্রুজল (খ) ইদানীংকালে
(গ) সপরিবার (ঘ) জন্মবার্ষিকী উ: (গ)

১৪. 'কৃশীয় সমাজে এর প্রচলন লক্ষ করা যায়।' এ বাক্যে কী ধরনের অপপ্রয়োগ ঘটেছে? [ক ১৬-১৭]
(ক) সন্ধিজাত (খ) প্রত্যয়জাত
(গ) বানানগত (ঘ) তথ্যগত উ: (খ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [B ১৭-১৮]
(ক) আয়ত্তাধীন (খ) মিথস্ক্রিয়া (গ) দিবারাত্র (ঘ) দুরবস্থা উ: (ক)

০২. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [E ১৭-১৮]
(ক) ঐক্যমত (খ) ঐক্যবদ্ধ
(গ) ঐকতান (ঘ) ঔচিত্য উ: (ক)

০৩. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [ঘ-১৫-১৬]
(ক) আমি অপমান হয়েছি (খ) আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি
(গ) তার সৌজন্যতা ভুলব না (ঘ) দশচক্রে ভগবান ভূত উ: (ঘ)

০৪. অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত কোনটি? [খ-১৫-১৬; ঢাবি অধি. কলেজ ১৭-১৮]
(ক) বৃক্ষরাজি (খ) শৈবালদল (গ) সমৃদ্ধশালী (ঘ) উর্মিমালা উ: (গ)

০৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [ঘ-১৫-১৬]
(ক) সর্বদা পরিষ্কার থাকিবে (খ) মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে
(গ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত (ঘ) কী ভয়ানক বিপদ! উ: (ঘ)

০৬. তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে আসিতে ছিলেন, শুধুমাত্র মনিষী বাক্যই তো জীবনৃত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে'। চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে মোট ভুলের সংখ্যা– [ঘ-১৫-১৬]
(ক) পাঁচ (খ) ছয়
(গ) সাত (ঘ) আট উ: (গ)

০৭. প্রয়োগের অর্থ বিবেচনায় নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ? [গ ১৬-১৭]
(ক) সুস্বাস্থ্য (খ) স্বাগত
(গ) সচিত্রিত (ঘ) শ্রেষ্ঠতম উ: (খ)

০৮. প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি? [গ ১৬-১৭]
(ক) উৎকর্ষতা (খ) উৎকর্ষ
(গ) উৎকৃষ্ট (ঘ) উৎকৃষ্টতা

Note: উৎকর্ষ, উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতা– প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ। 'উৎকর্ষতা' প্রত্যয়গতভাবে অশুদ্ধ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি সঠিক নয়? [D : ২৩-২৪]
(ক) বিশ্বাস→ বিশ্বস্ত (খ) কণ্ঠ → কণ্ঠস্থ
(গ) পদ → পদস্থ (ঘ) গৃহ → গৃহস্থ উ: (ক)

০২. নিচের কোন বাক্যটি ভুল? [C ১৯-২০]
(ক) যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল। (খ) ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
(গ) তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছেন। (ঘ) আমার আর বাঁচার সাধ নেই। উ: (ক)

০৩. 'সে এখন চোখে হলুদ ফুল দেখছে' বাক্যটিতে কী জনিত ভুল আছে? [B ১৮-১৯]
(ক) বাচ্য প্রয়োগ (খ) বাহুল্য
(গ) শব্দের অপপ্রয়োগ (ঘ) প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ উ: (ঘ)

০৪. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [F ১৯-২০]
(ক) শশীভূষণ কি আসে নাই? (খ) আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।
(গ) বমাল চোর ধরা পড়েছে। (ঘ) যুদ্ধ শেষ হইল। উ: (গ)

০৫. কোন বাক্যটি অশুদ্ধ? [F ১৯-২০]
(ক) গোপন কথাটা শুন। (খ) বুদ্ধিমতী রমণীরা।
(গ) তার সব ছেলেই কৃতী (ঘ) ইহা একটি কিংবদন্তি। উ: (ক)

০৬. কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [C_1 ১৮-১৯]
(ক) শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করবো (খ) শহিদ মীনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করবো
(গ) শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবো (ঘ) শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো উ: (গ)

০৭. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [F ১৮-১৯]
(ক) হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম। (খ) রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
(গ) যার লাঠি, তার ঘাঁটি। (ঘ) হস্তীটি অত্যন্ত স্থূল। উ: (ঘ)

০৮. কোনটি ঠিক? [C ১৭-১৮]
(ক) আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না
(খ) আইনগত তিনি একাজ করতে পারেন না
(গ) আইনগতভাবে তিনি একাজ করতে পারেন না
(ঘ) আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না উ: (ঘ)

০৯. কোনটি ঠিক? [C ১৭-১৮]
(ক) অশ্রুতে বুক ভেসে গেল (খ) অশ্রুর জলে বুক ভেসে গেল
(গ) অশ্রুর পানিতে বুক ভেসে গেল (ঘ) অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল উ: (ঘ)

১০. কোনটি ঠিক? [C ১৭-১৮]
(ক) সর্ববিষয়ে বাহুলত্যা বর্জন করবে (খ) সর্ববিষয়ে বহুময়তা বর্জন করবে
(গ) সর্ববিষয়ে বহুল্য বর্জন করবে (ঘ) সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে উ: (ঘ)

১১. শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) সৌন্দর্যতা (খ) সুন্দর্য
(গ) সুন্দরত্তা (ঘ) সৌন্দর্য উ: (ঘ)

১২. কোনটি ঠিক? [C ১৭-১৮]
(ক) কাব্যটির ভাষায় দৈন্যতা আছে (খ) কাব্যটির ভাষায় দীন আছে
(গ) কাব্যটির ভাষায় দৈন্য আছে (ঘ) কাব্যটির ভাষায় দিনতা আছে উ: (গ)

১৩. কোনটি ঠিক? [C ১৭-১৮]
(ক) যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল (খ) যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল
(গ) যাবতীয় লোকদয় সভায় উপস্থিত ছিল (ঘ) যাবতীয় লোকগণ সভায় উপস্থিত ছিল উ: (ক)

১৪. 'সুনামীর তাণ্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।' বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে? [I ১৭-১৮]
(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ভুল নেই উ: (গ)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অশুদ্ধ শব্দটি চিহ্নিত করো- [A : ২৩-২৪]
ⓚ ক্ষীণবল ⓚ ক্ষণজীবী ⓖ ক্ষুৎপীড়িত ⓖ [illegible] উ. [illegible]

০২. কোন বাক্যে বহুবচনের বাহুল্যদোষ ঘটেছে? [A : ২৩-২৪]
ক) সেই মানুষেরা সবচেয়ে ভালো
খ) সন্ধ্যা পাখিদের নীড়ে ফেরার সময়
গ) সেইসব ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে ভালো করে
ঘ) পাহাড়ের মতো মেঘরাশি আকাশে ভাসে
উ. গ

০৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [A : ২১-২২; A ১৮-১৯]
ক) তাহার জীবন সংশয়াপন্ন
খ) তাহার জীবন সংশয়ে ভরা
গ) তাহার জীবন সংশয়মর
ঘ) তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ
উ. ক

০৪. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [A ১৭-১৮]
ক) সে আরোগ্য হইয়াছে
খ) অতিশয় দুঃখিত হলাম
গ) সূর্য উদিত হয়েছে
ঘ) কথাটি সঠিক নয়
উ. গ

০৫. 'সে কথাই এরা ভাবে' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ কী? [B ১৭-১৮]
ক) সে কথা এরা না ভেবে পারে না
খ) সে কথা এরা না ভেবে পারে
গ) সে কথা এরা ভাবে না
ঘ) সে কথা এরা ভাবতে পারেনা
উ. গ

০৬. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [E ১৭-১৮]
ক) আমি, তুমি ও করিম আজ পড়তে যাব
খ) তুমি, আমি ও করিম আজ পড়তে যাব
গ) করিম, তুমি ও আমি আজ পড়তে যাব
ঘ) তুমি, করিম ও আমি আজ পড়তে যাব
উ. ঘ

০৭. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [E ১৭-১৮]
ক) আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্র
খ) আপনার একান্ত বাধ্য ছাত্র
গ) আপনার একান্ত বাধ্যশীল ছাত্র
ঘ) কোনোটিই নয়
উ. খ

০৮. 'দেশের সব আলেমগণই উপস্থিত ছিলেন' বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট? [E-১৫-১৬]
ক) বাহুল্য খ) গুরুচণ্ডালী গ) উপমার ভুল প্রয়োগ ঘ) দুর্বোধ্যতা উ. ক

০৯. কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? [A ১৭-১৮]
ক) চাঁদ উঠেছে
খ) বাঁশি বাজে
গ) তাহারা গান করবে
ঘ) আমরা দাঁড়াইয়া থাকিবো
উ. গ

১০. 'সকল ছাত্রগণ আজ ক্লাসে অনুপস্থিত' বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট? [F ১৬-১৭]
ক) বাহুল্য দোষে
খ) দুর্বোধ্যতা দোষে
গ) গুরুচণ্ডালী দোষে
ঘ) বিদেশি শব্দ দোষে
উ. ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [D : ২৩-২৪]
ক) তিনি স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন
খ) চোরটি বমালসহ ধরা পড়লো
গ) সে কাজটি আবার পুনরায় শুরু করলো
ঘ) সবাই সাক্ষরতা-দিবসের অঙ্গীকারে একতাবদ্ধ ছিল
উ. [illegible]

০২. কোন বাক্যটি অশুদ্ধ? [B সেট-১: ২২-২৩]
ক) অন্নাভাবে প্রতিঘরে হাহাকার।
খ) আবশ্যক ব্যয়ে কৃপণতা অনুচিত।
গ) তাহার দুর্দমনীয় অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।
ঘ) চরিত্রহীন মানুষ পশুধম।
উ. ঘ

০৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [A ২১-২২]
ক) ক্ষমতা একটি মহানগুণ
খ) সব মাছগুলোর দাম কত?
গ) দশের লাঠি একের বোঝা
ঘ) আমি সন্তোষ হইলাম
উ. গ

০৪. আমি ও আমার বাবা ঢাকা গিয়েছিলেন। বাক্যটি- [B : ২১-২২]
ক) শুদ্ধ
খ) অশুদ্ধ
গ) প্রচলিত
ঘ) কোনোটিই নয়
উ. খ

০৫. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [B : ২১-২২]
ক) সকল লোকেরাই ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল।
খ) সে কোর্টে সাক্ষ্য দিয়েছে।
গ) আমি কোর্টে সাক্ষী দিতে যাচ্ছি।
ঘ) আমি আসিতে থাকবো।
উ. খ

০৬. কোন বাক্যটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেনি? [B ১৯-২০]
ক) তিনি সন্ত্রাস দূরীকরণে কিছু পরামর্শ দেন
খ) পরবর্তিতে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ) এ তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
ঘ) সভায় সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিল।
উ. ক

০৭. কোনটি অপপ্রয়োগ নয়? [A ১৮-১৯]
ক) দৈন্যতা খ) পৌরুষত্ব গ) প্রাবল্যতা ঘ) আবশ্যকতা উ. ঘ

০৮. সকল পরীক্ষার্থীরাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে। বাক্যটিতে ভুল রয়েছে। [B ১৭-১৮]
ক) বাহুল্যজনিত খ) লিঙ্গজনিত গ) বচনজনিত ঘ) সমাসজনিত উ. গ

০৯. কোন বাক্যটি অশুদ্ধ নয়? [D ১৭-১৮]
ক) [illegible]
খ) আমরা ঠিক সময়ে ফিরে আসিব
গ) তারা যাইতেছে
ঘ) সে খাই
উ. [illegible]

১০. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
ক) আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত
খ) আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত
গ) আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত
ঘ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
উ. খ

১১. 'স্বামী দেখলেন, দুষ্ট পত্তিতে উদ্ভব বন্দি এগিয়ে আসছে।' এ বাক্যে ভুলের সংখ্যা কতটি? [F-১৫-১৬]
ক) একটি খ) দুটি গ) চারটি ঘ) তিনটি উ. [illegible]

১২. কোনটি অপপ্রয়োগ নয়? [E-১৫-১৬]
ক) যুদ্ধোত্তর খ) স্বাধীনতাত্তোর গ) ভৌগলিক ঘ) সৌন্দর্যতা উ. ক

১৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [B ১৬-১৭; B3 ১৬-১৭]
ক) রাতদুপুর থেকে সৌন্দর্য বর্জনের কাজ চলিতেছে
খ) সৈয়দ শামসুল হককে সব্যসাচী লেখক বলা হয়
গ) কম খরচে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয় এখানে
ঘ) আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই
উ. খ

১৪. কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [F ১৬-১৭]
ক) লোকটি নির্দোষী।
খ) নিনিকে দেখিয়া মিনা অবাক হইলো।
গ) ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্যতা নাই।
ঘ) বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ।
উ. ঘ

১৫. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেনি? [F ১৬-১৭]
ক) সপরিবারে আমন্ত্রিত
খ) ভয়ানক মেধাবী
গ) নিরোগী লোক
ঘ) সমুজ্জ্বল
উ. [illegible]

১৬. কোনটি অপপ্রয়োগ নয়? [C3 ১৬-১৭]
ক) ঐক্যমত্য খ) বিভাগোত্তর গ) ভৌগলিক ঘ) দারিদ্রতা উ. খ

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যাংশটি শুদ্ধ? [B : ২৩-২৪]
ক) ষষ্ঠদশ বার্ষিকী সাধারণ অধিবেশন
খ) ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা
গ) ষোড়শ বার্ষিকী অধিবেশন
ঘ) ষোলোতম সাধারণ অধিবেশন
উ. খ

০২. কোনটি শুদ্ধ বাক্য? [B ২২-২৩]
ক) আমি স্বাক্ষী দেবো না
খ) আমি সাক্ষী দেবো না
গ) আমি স্বাক্ষ্য দেবো না
ঘ) আমি সাক্ষ্য দেবো না
উ. ঘ

০৩. কোনটি ঠিক বাক্য? [A ২২-২৩]
ক) নদী সাগরের উদ্দেশে ধেয়ে চলে
খ) নদী সাগরের উদ্দেশ্যে ধেয়ে চলে
গ) নদী সাগরে উদ্দেশ্যে ধেয়ে চলে
ঘ) নদী সাগরের উদ্দেশ্যে বায় চলে
উ. ক

০৪. কোনটি অশুদ্ধ রূপ নয়? [C : ২১-২২]
ক) সম্মানীয়
খ) সম্মাননীয়
গ) সম্মানিয়
ঘ) শম্মানীয়
উ. খ

Note : 'সম্মানীয়, সম্মান্য' অর্থ : সম্মানের যোগ্য [সূত্র : বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান]। 'সম্মাননীয়' অর্থ : সম্মানের যোগ্য, মাননীয়। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]।

০৫. চন্দ্রবিন্দু চিহ্নের ভুল প্রয়োগ হয়েছে কোন শব্দে? [A : ২১-২২]
ক) আঁকাবাঁকা
খ) সাঁতার
গ) কাঁধ
ঘ) কাঁচ
উ. ঘ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাব্যগ্রন্থ' শব্দটিতে কোন দোষ ঘটেছে? [L ১৬-১৭]
ক) উপমার ভুল প্রয়োগ
খ) গুরুচণ্ডালী
গ) বাগ্‌ধারার ভুল প্রয়োগ
ঘ) বাহুল্য
উ. [illegible]

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি সুভাষণের উদাহরণ? [A ১৭-১৮]
ক) ঘরে চাল বাড়ন্ত
খ) ভাতের অভাব
গ) অসভ্য কোথাকার
ঘ) মিষ্টি কথায় চিঁড়া ভিজে না
উ. ক

০২. কোন বাক্যটি ব্যাকরণসিদ্ধ? [A-১৫-১৬]
ক) কথাটি সঠিক নয়
খ) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন
গ) তিনি স্ত্রীক পাবনা থাকেন
ঘ) এটি লজ্জাকর বিষয়
উ. [illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি শুদ্ধ? [C ১৮-১৯]
ক সৌজন্যতা খ সৌজনতা
গ সৌজন্ন ঘ সৌজন্য উ. ঘ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [C-১৫-১৬]
ক একটা গোপনীয় কথা বলি খ একটি গোপন কথা বলি
গ একটি গুপ্ত কথা বলি ঘ একটি গোপন কথা বলি উ. ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
ক রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য খ রচনাটির উৎকর্ষতা অনম্বীকার্য্য
গ রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য ঘ রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকায্য উ. গ

০২. 'আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব' বাক্যটির শুদ্ধ রূপ কোনটি? [C ১৬-১৭]
ক আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব
খ আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব
গ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব
ঘ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব উ. ক

০৩. 'দেশের সকল নেতারাই অসৎ নয়' বাক্যটির শুদ্ধ রূপ? [B ১৬-১৭]
ক দেশের সকল নেতাগণ অসৎ নয় খ দেশের সবগুলো নেতারাই অসৎ নয়
গ দেশের সকল নেতারা অসৎ নয় ঘ দেশের সকল নেতা অসৎ নয় উ. ঘ

০৪. 'নিরপরাধীকে শাস্তি দিও না' বাক্যটির শুদ্ধ রূপ- [B ১৬-১৭]
ক নিরপরাধীকে শাস্তি দিও না খ নিরপরাধকে শাস্তি দিও না
গ নিরপরাধীকে সাস্তি দিও না ঘ নিঃঅপরাধীকে শাস্তি দিও না উ. খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? [AL ১৮-১৯]
ক চাঁদ উঠেছে। খ বাঁশি বাজে।
গ তাহারা গান। ঘ আমরা দাঁড়াইয়া আছি উ. গ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? [D-১৫-১৬]
ক অংকটি কষিতে ভুল করিও না খ অংকটি ভুল ভাবে করিও না
গ অঙ্কটি করিতে ভুল করিও না ঘ অংকটি ভুল করিও না উ. গ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাক্যটি ভুল? [A ১৭-১৮]
ক আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর
খ গতকাল যে পাঁচজন মেয়ে এসেছিল, তার মধ্যে ছোটটি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী
গ নিরপরাধ ও নিষ্পাপ লোককে শাস্তি দেয়া অন্যায়
ঘ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে
ঙ ইতঃপূর্বে তিনি সপরিবারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন উ. ক

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [D ১৭-১৮]
ক এখানে সকল সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন খ নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।
গ সে এ মামলায় সাক্ষী দিয়েছেন। ঘ আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য উচিত নয়। উ. ঘ

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [BSC Nursing'17-18]
ক সেদিন থেকে তিনি আর সেখানে যায় না
খ তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম
গ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
ঘ তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ উ. ঘ

০২. বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে বলে- [২১-২২]
ক আঞ্চলিক দোষ খ উপমার দোষ
গ গুরুচণ্ডালী দোষ ঘ বাহুল্য দোষ উ. গ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? [২২-২৩]
ক আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি। খ দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
গ সব সভ্য এসেছেন। ঘ সূর্য উদিত হয়েছে। উ. ক

০২. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [Humanities : ২১-২২]
ক মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। খ এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার।
গ অশ্রুজলে বুক ভেসে গেলো। ঘ আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই। উ. ক

০৩. কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [১৭-১৮]
ক অশ্রুজল খ অঞ্জলি
গ কিংশুক ঘ প্রদীপ উ. ক

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক বাহুল্যতা খ শুধুমাত্র গ অশ্রুজল ঘ নির্দোষ উ. ঘ

০২. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [বাণিজ্য : ২৩-২৪;চবি-১৯-২০;ঢাবি-ঘ-১৭-১৮;জবি-ঘ-১৭-১৮]
ক উপর্যুক্ত খ মিথস্ক্রিয়া গ একত্রিত ঘ সপ্রাণ উ. গ

০৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
খ অন্নাভাবে সব ঘরগুলোতে হাহাকার।
গ অন্নাভাবে সকল ঘরগুলোতে হাহাকার।
ঘ অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার। উ. ঘ

০৪. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [বাণিজ্য ২২-২৩]
ক অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। খ আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
গ এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। ঘ মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। উ. ঘ

০৫. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [Humanities : ২১-২২]
ক অশ্রুজল খ কেবলমাত্র গ দৈন্যতা ঘ ইদানীং উ. ঘ

০৬. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়? [Science : ২১-২২]
ক দারিদ্রতা খ ঐক্যতা
গ উৎকর্ষতা ঘ বিশিষ্টতা উ. ঘ

HSC পরীক্ষার বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. ক. যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ : [ঢা. বো. ২৪] ৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
i. তার বিদ্রোহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।	তার বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি।
ii. অপহরণ ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।	অপহৃত ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।
iii. গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধধর্ম প্রচারণা করেন।	গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।
iv. সড়ক দূর্ঘনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে।	সড়ক দুর্ঘনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে।
v. মাস্ক পড়ুন, সুস্থ থাকুন।	মাস্ক পরুন, সুস্থ থাকুন।
vi. ঝড়-বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।	ঝড়-বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
vii. আগামীকাল শপথ নেবেন সংসদ সদস্যরা।	সাংসদগণ আগামীকাল শপথগ্রহণ করবেন।
viii. আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।	আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।

খ. অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ : [ঢা. বো. ২৪]

এতদ্বারা, এই কলেজের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ ও সকল কর্মচারীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষ্যে আসছে আগামী ১ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে। আসছে ২ মে ২০২৪ খ্রি. থেকে কলেজ পূর্বের ন্যায় যথারীতিভাবে চলিবে। [ঢা. বো. ২৪]

উত্তর : এতদ্দ্বারা, এই কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীকে অবগত করা যাচ্ছে যে/জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১লা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ কলেজের সকল শ্রেণি-কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ২রা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলেজ পূর্বের ন্যায়/আগের মতো যথারীতি চলবে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ? [৪৪তম বিসিএস]
ক) আমি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই।
খ) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।
গ) তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
ঘ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
উ: গ

০২. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত? [৩৮তম বিসিএস]
ক) স্বায়ত্তশাসন খ) দরিদ্রতা গ) একত্র ঘ) একত্রিত উ: খ

০৩. 'পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার'। বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে [৩৫তম]
ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয় শুদ্ধ খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
গ) দুটোই অশুদ্ধ ঘ) দুটোই শুদ্ধ উ: গ

SELF TEST MCQ

০১. ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত শব্দকে কী বলে?
ক) প্রচলিত শব্দ খ) অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত শব্দ
গ) প্রচলিত অপপ্রয়োগ ঘ) অপপ্রয়োগ

০২. 'পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার।' বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে-
ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয় শুদ্ধ খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
গ) দুটোই অশুদ্ধ ঘ) দুটোই শুদ্ধ

০৩. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
ক) নির্ভরশীল খ) নির্ভরশীলতা গ) নির্ভরতা ঘ) নির্ভরযোগ্য

০৪. ঠিক শব্দটি বের করুন-
ক) চলাকালীন সময়ে খ) চলাকালে
গ) চলাকালের সময়ে ঘ) চলাকালিন সময়

০৫. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
ক) ইদানিংকাল খ) তাপদাহ গ) সাম্প্রতিক ঘ) উপরোক্ত

০৬. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
ক) কেবলমাত্র খ) অধীন গ) মনঃকষ্ট ঘ) উল্লিখিত

০৭. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
ক) উপর্যুক্ত খ) মিথস্ক্রিয়া গ) ধ্বস্তপ্রাপ্ত ঘ) দৈন্যতা

০৮. 'অবদান' (মনোযোগ) ও 'অবদান' (কীর্তি) কোন জাতীয় অপপ্রয়োগ?
ক) উচ্চারণজনিত খ) অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত
গ) শব্দ গঠনজনিত ঘ) সবগুলো

০৯. শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ নয় কোনটি?
ক) ইতিপূর্বে খ) অতলস্পর্শী
গ) সবিনয়পূর্বক ঘ) অন্তায়মান

১০. নিচের কোনটি বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
ক) শুধুমাত্র খ) ফলশ্রুতি
গ) সুকেশী ঘ) পরিপ্রেক্ষিত

OMR				
০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.	০৩.	০৪.	০৫.
০৬.	০৭.	০৮.	০৯.	১০.

Answer									
১০.ক	০৯.ঘ	০৮.খ	০৭.ঘ	০৬.ক	০৫.গ	০৪.খ	০৩.গ	০২.খ	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. বানান ভুল ও বাক্যের অসংগতি দূর করে বাক্যগুলো আবার লেখ। [ঢাবি খ ২২-২৩]
ক. এই সব মানুষগুলো আজ উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছে।
খ. মুর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
গ. তাহার জন্য অপেক্ষা করা মোটেও সমীচিন হবে না।
ঘ. তোমার অসৌজন্যে তিনি ব্যথিত হয়েছে।
ঙ. তুমি কী ধৈর্য ধারণ করতে পারছ না।

০২. নিচের বাক্যগুলোর বানান ও ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধন করে লেখ। বাক্যে শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে না। [ঢাবি গ ২২-২৩]
a. 'ভূগোল' বিশেষ্য পদটি বিশেষণে রূপান্তর করিলে হবে 'ভৌগোলিক'।
b. দুষ্কৃতিকারীরা সমাজের শত্রু।
c. তার চাতুর্যতা আমাকে ব্যথিত করেছে।
d. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।

০৩. নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ :
ক. একটি গোপন পরামর্শ আছে।
খ. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
গ. যুদ্ধ শেষ হইল।
ঘ. মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।
ঙ. যার লাঠি, তার মাটি।
চ. ঋষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে
ছ. তিনি আরোগ্য হলেন।

০৪. নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করে লেখ :
দারিদ্র্যতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধশালী। কেবলমাত্র দুর্নীতিই আমাদের পিছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সখ্যতাও।

০৫. নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করে লেখ :
বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করিতে হলে পাঠে মনোযোগি হইতে হয়। দুরাবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

০৬. বাংলা ভাষায় অপপ্রয়োগ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় অপপ্রয়োগের কয়েকটি কারণ লেখ।

০৭. প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ প্রয়োগ দেখাও :
অশ্রুজল, অতলস্পর্শী, উৎকর্ষতা, সুস্বাস্থ্য।

০৮. নিচের কোনটি শুদ্ধ? ব্যাখ্যাসহ লেখ।
ক. বাধ্যগত/অনুগত খ. উপর্যুক্ত/উপরোক্ত

উত্তর :

০১. ক. এই মানুষগুলো আজ উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছে।
খ. মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
গ. তার জন্য অপেক্ষা করা মোটেও সমীচীন হবে না।
ঘ. তোমার অসৌজন্যে তিনি ব্যথিত হয়েছেন।
ঙ. তুমি কি ধৈর্য ধারণ করতে পারছ না।

০২. a. ভূগোল বিশেষ্য পদটি বিশেষণে রূপান্তর করলে হবে ভৌগোলিক।
b. দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু।
c. তার চতুরতা আমাকে ব্যথিত করেছে।
d. সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।

০৩. নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধ রূপ :

একটি গোপন পরামর্শ আছে।	একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
যুদ্ধ শেষ হইল।	যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
যার লাঠি, তার ঘাঁটি।	যার লাঠি, তার মাটি
ঋষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে	ঋষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
তিনি আরোগ্য হলেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

০৪. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৫. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৬. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৭. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৮. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner